NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সরস্বতী পূজাকে সমর্থন করায় জীবনানন্দ দাশের চাকরি চলে যায়

শিশুমৃত্যুর দায় নিতে হবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি ৭

কলকাতা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১ ফাল্গুন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.2.2024, Vol.17, Issue No. 243, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের দুর্ঘটনা কলাইকুন্ডায়। ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান হক। হতাহতের কোনও খবর নেই। প্যারাশুটের মাধ্যমে নিচে নেমে প্রাণে বাঁচেন বায়ুসেনার দুই পাইলট। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ খড়গপুর থানার অন্তর্গত শুকনিবাসা, দিয়াসা এলাকায় ভেঙে পড়ল বিমানটি। কলাইকুন্ডা বায়ুসেনার প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ধান জমিতে ভেঙে পড়ে হক প্রশিক্ষক বিমানটি। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই কলাইকুন্ডা বায়ুসেনাঘাঁটির আধিকারিকরা হেলিকপ্টারে করে পৌঁছন। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত কমিটি তৈরি করছে সেনা।

৪ দিনের পুলিশ হেপাজত বিকাশ- উত্তমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিকাণ্ডে ধৃত বিজেপির বিকাশ সিং এবং তৃণমূল থেকে বহিষ্কার হওয়া নেতা উত্তম সর্দারকে দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তারির পর চার দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন বিচারক। সন্দেশখালিতে পৃথক অভিযোগে গত শনিবার গ্রেপ্তার হন বিকাশ এবং উত্তম। সোমবার তাঁদের আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক জামিন দেন দু'জনকেই। কিন্তু তার কিছু ক্ষণ পর আদালতের সামনে থেকে বিকাশকে আবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে বসিরহাট থানার পুলিশ গাড়িতে তুলতে গেলে বিজেপি নেতার পরিবারের সদস্য এবং দলীয় কর্মীরা বাধা দেন। উত্তেজনা তৈরি হয়। তার মধ্যেই শেষমেশ বিকাশকে নিয়ে থানায় চলে যায় পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি। এর কিছুক্ষণ পর শোনা যায় জামিনে মুক্ত উত্তমকেও আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাঁদের সাত দিনের হেপাজতের আবেদন করলেও আদালত ৪ দিনের পুলিশি হেপাজত দেয়।

মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূলের দুই প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থী সুস্মিতা দেব ও নাদিমূল হক মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এদিন রাজ্য বিধানসভার সচিব তথা রাজ্যসভা নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, উপ মুখ্য সচেতক তাপস রায়-সহ অন্যরা। মনোয়ন জমা দেওয়ার পর সুস্মিতা ও নাদিমূল দু'জনেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানান। সুস্মিতা বলেন, চার প্রার্থীর মধ্যে তিনজনই মহিলা। ফলে তৃণমূলের ৪০ শতাংশের বেশি মহিলাদের উপস্থিতি সংসদে। এটা দেশে কার্যত রেকর্ড।

বাগদেবীর আবাহন...

বাগদেবীর আরাধনায় সেজে উঠেছে লেক কালী বাড়ি।

সন্দেশখালিতে ১৪৪ খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন গোটা সন্দেশখালি জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হল, তা নিয়ে যথার্থ তথ্য দিতে পারল না রাজ্য। ফলে আদালতে বড় ধাক্কা পুলিশের। এরপরই সন্দেশখালিতে জারি হওয়া ১৪৪ ধারা বাতিল করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পরিস্থিতি ভালভাবে 'টেক কেয়ার' করতে হবে বলে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তবে নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু করতে চাইলে আবেদন করতে পারবে রাজ্য।

উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি এলাকায় উত্তেজনার পারদ চড়তেই সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে রাজ্য প্রশাসন। আর তাই কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সেখানে ঢুকতে পারছিলেন না। মাঝপথ থেকেই ফিরতে হয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়দের। কিন্তু এদিন আদালতের এই নির্দেশের পর কোনও রাজনৈতিক প্রতিনিধির সন্দেশখালিতে প্রবেশে কোনও বাধা রইল না।

এদিন শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের মন্তব্য, শাসকদলের বিরুদ্ধে খুব গুরুতর অভিযোগ। মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা আবার ১৪৪ জারি করে গ্রামের মানুষকে আটকে দেওয়ার কৌশল বড় বিপদ ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট বলেই মত বিচারপতি। তিনি আরও বলেন, ইন্টারনেট বন্ধ করা হয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা দেশবিরোধী প্রচার আটকানোর জন্য। এখানে কী কারণে সেটা করা হয়েছিল সেটা স্পষ্ট নয়।

বিচারপতির কথায়, 'কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় টেনসন, কতটা টেনসন তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। অথচ বলা হচ্ছে, টেনসন কমানোর জন্য এটা করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি এখানে স্পষ্ট নয়। আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে কারণ অনুধাবন করে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা উচিত।' এদিকে সন্দেশখালি নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মামলা নিষ্পত্তি করে দিল হাইকোর্ট। যেহেতু ১৪৪ ধারার নির্দেশ এই আদালত খারিজ করেছে তাই এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারীর আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই মামলার নিষ্পত্তি করা হল। মন্তব্য করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর।

সিবিআই তদন্ত চাইলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে সিবিআই তদন্ত চাইলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শ, 'আপনি বরং একবার সন্দেশখালি যান।' এরই পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দিলেন বললেন ফলতারও একই অবস্থা হবে। অর্থাৎ সন্দেশখালির মতো ফলতাতেও গোলমাল হতে পারে বলে আগে থেকেই এমন বার্তা মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে দিয়ে রাখলেন তিনি। পাশাপাশি চোপড়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য, বিএসএফ এই ঘটনার কিছু জানে না। তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল। মঙ্গলবারের সাংবাদিকে বৈঠকে শুভেন্দু দাবি তোলেন, 'সন্দেশখালির তদন্ত সিবিআইকে দেওয়া হোক। যাঁরা সাক্ষী তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। নিরপেক্ষ সংস্থা দিয়ে সাক্ষীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। বাসন্তীর গুন্ডারা ওখানে অস্ত্র পাঠাচ্ছে।' এদিকে শুভেন্দুর সন্দেশখালি যাওয়া নিয়ে তিনি জানান, ১৫ তারিখ সন্দেশখালি যাওয়ার বিষয়ে আদালত যা বলবে তেমনটাই পালন করা হবে। এরই পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, 'একই জিনিস চলছে ফলতায়। জাহাঙ্গীরকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, আপনার অবস্থা শাহাজাহানের থেকেও খারাপ হবে।' এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা। কটাক্ষ করে শুভেন্দু এদিন বলেন, 'আপনি ডবল ডবল চাকরির কথা বলেন। ডবল ডবল চাকরি কে পেয়েছে ? হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ডি মীনা, মনোজ মালব্য ডবল ডবল চাকরি পেয়েছেন। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী আরও একটা চাকরি পাবেন। হিডকোর চাকরি। ববি হাকিমের চাকরি গেল বলে।'

সুকান্তর নেতৃত্বে এসপি অফিস অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র বসিরহাট

লাঠিচার্জ পুলিশের, রাস্তায় বসে বিক্ষোভে সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বসিরহাট এসপি অফিস অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি বসিরহাটে। মিছিল এসপি অফিসের সামনে পৌঁছতেই পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে ফেলতেই বিজেপি-র কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এরপর কিছুটা এগিয়ে পুলিশের দ্বিতীয় ব্যারিকেডও ভেঙে ফেলেন তাঁরা। এদিকে দ্বিতীয় ব্যারিকেড ভাঙার পর এগিয়ে আসেন মহিলা বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের আটকায় মহিলা পুলিশ। কার্যত টেনে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় মহিলা পুলিশ। অপরদিকে, পুলিশের লাঠি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান সুকান্ত। এদিকে আবার পুলিশের দিকে ইটের টুকরো ছুড়ে মারার অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। পাল্টা পুলিশও লাঠিপেটা শুরু করে। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের সেল। এ দিকে, দলের সমর্থকরা মার খেতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সুকান্ত জানান, 'আমার কর্মীদের যে ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার জন্য এসপি অফিসের সামনে ধর্নায় বসব।' যেমন কথা তেমন কাজ। তিনি ধর্নায় বসেও পড়েন।

প্রসঙ্গত, বসিরহাট পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে পৌঁছতে প্রথম থেকেই কৌশলী পন্থা অবলম্বন করেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তবে এদিন রাজপথ নয়, বসিরহাট পৌঁছতে এবার বিজেপির নেতাদের ভরসা রাখতে দেখা গেল রেলপথকেই। নিউটাউনের বাসভবন থেকে হাসনাবাদ লোকালে বসিরহাটের পথে রওনা দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এরপর বসিরহাট নেমে বাইকে চড়েন সুকান্ত। এদিকে আবার সন্দেশখালির পাশাপাশি ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে বসিরহাটেও। সেই কারণে কোনও রাজনৈতিক দলকেই এলাকায় প্রবেশ করতে দিচ্ছে না স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন।

এদিন হৃদয়পুর থেকে ট্রেনে উঠে বসিরহাট পৌঁছে বাইকে এসপি অফিসের পথে রওনা দেন সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এদিকে বিজেপিকে আটকাতে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। দু জায়গায় ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায় বিজেপি। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। অশান্তির মাঝেই এসপি অফিসের দিকে এগোতে থাকেন তাঁরা। এর পর দ্বিতীয় ব্যারিকেডও ভাঙেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। তাঁদের বাধা দেয় মহিলা পুলিশ।

এর পরই রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান সুকান্ত মজুমদার। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। পালটা লাঠিচার্জ করে পুলিশ। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। এর পরই রাস্তায় বসে পড়েন সুকান্তরা। তাঁদের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা।

কৃষকদের মিছিল আটকাতে দুর্গে পরিণত দিল্লির সীমানা

কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ২০২০র স্মৃতি উস্কে ফের 'দিল্লি চলোর' ডাক দিয়েছেন কৃষকরা। মূলত তিন দফা দাবি নিয়ে রাজধানীতে বিশাল পদযাত্রার পরিকল্পনা রয়েছে। মিছিলের আগে সোমবার রাতে কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কিন্তু গোটা আলোচনাই ব্যর্থ হয়েছে বলে জানিয়ে দেন কৃষক নেতা। তার পর থেকেই কৃষকদের রুখতে দিল্লির সীমানাকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে পুলিশ। পঞ্জাবের ফতেগড় সাহিব থেকে শুরু হয়েছে প্রতিবাদী কৃষকদের 'দিল্লি চলো' অভিযান। কৃষকদের প্রতিবাদ মিছিল শুরু হতেই কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাবের সীমানা। মিছিল লক্ষ্য করে ড্রোন থেকে লাগাতার কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। তবে প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল কৃষকরা। তাঁরা সাফ জানাচ্ছেন, অন্তত ছমাস ধরে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার মতো রসদ নিয়েই দিল্লির দিকে রওনা দিয়েছেন তাঁরা।

২০২০ সালে ১৩ মাস ধরে দিল্লির সীমানায় ধরনা দিয়েছিলেন প্রতিবাদী কৃষকরা। এবারও তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলেই আভাস দিয়েছেন তাঁরা। পঞ্জাবের গুরদাসপুর থেকে আসা কৃষক নেতা হরভজন সিং সাফ জানিয়েছেন, 'আমাদের ট্রলিতে সমস্ত রকম সরঞ্জাম রয়েছে, পেরেক থেকে পাথর ভাঙার যন্ত্র পর্যন্ত। আগামী ছমাসের জন্য রেশনও মজুত রয়েছে। ট্রাক্টর সচল রাখতে পর্যাপ্ত ডিজেলও এনেছি।' কৃষকদের সাফ দাবি, দিল্লি সীমানায় আটকে থাকলেও থামবে না তাঁদের প্রতিবাদ। দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত দিল্লির সীমানাই তাঁদের ঠিকানা। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির দিকে যাত্রা শুরু করে কৃষকদের বিরাট মিছিল। তার পরেই পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমানায় শম্ভু এলাকায় ব্যাপক কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, গোটা এলাকা ঢেকে গিয়েছে ধোঁয়ায়। মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড় দেন প্রতিবাদী কৃষক থেকে শুরু করে সাংবাদিকরাও। স্থানীয় সূত্রে খবর, অন্তত দুই ডজন কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হয়েছে। ড্রোন থেকে ফেলা হয়েছে শেলগুলো। এহেন পরিস্থিতিতে কৃষকদেরই শান্ত থাকতে বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা।

কৃষকদের উপর 'নৃশংস হামলা', সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের অন্নদাতারা লড়ছেন ন্যূনতম অধিকারের দাবিতে। ২০২০ সালের কৃষক আন্দোলনের মতো ফের বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করছেন হাজার হাজার কৃষক। অথচ তাঁদের দাবি খতিয়ে দেখা তো দূরের কথা, উলটে বিক্ষোভ দমন করতে কার্যত 'আয়রন হ্যান্ড' পলিসি নিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। মিছিল আটকানো হচ্ছে, লাঠিচার্জ হচ্ছে, এমনকী ড্রোন থেকে ছোড়া হচ্ছে কাঁদানে গ্যাস। দেশের অন্নদাতাদের উপর এই 'নৃশংস অত্যাচারে'র প্রতিবাদে এবার সরব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার প্রশ্ন, দেশের যে অন্নদাতারা ন্যূনতম অধিকারের দাবিতে লড়াই করেছেন, 'তাঁদের উপর কাঁদানে গ্যাস দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। এভাবে দেশ এগোবে কী করে? বিজেপি যেভাবে কৃষকদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করছে, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি।' মমতার অভিযোগ, 'কেন্দ্রের কৃষক এবং শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যর্থতা এবং তার সঙ্গে প্রচারের আলো কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাই 'বিকশিত ভারতে'র আসল স্বরূপ চিনিয়ে দিচ্ছে। মানুষের ভ্রম ভেঙে দিচ্ছে।' কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ। তিনি বলছেন, 'এভাবে বিক্ষোভ দমন করার চেষ্টা না করে বিজেপির উচিত নিজেদের অহং এবং ক্ষমতা দখলের লোভ দমন করা। মনে রাখা দরকার, এই কৃষকরাই আমাদের অন্ন সংস্থান করেন। সরকারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে আমাদের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।'

রেশন দুর্নীতির তদন্তে শহরের ৬ জায়গায় ইডি তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফের রেশন দুর্নীতি মামলায় সক্রিয় হতে দেখা যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে। এদিন সকাল থেকেই সল্টলেক-সহ কলকাতার মোট ছয় জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিকে সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল ৭টা নাগাদ সল্টলেকের আইবি ব্লকের একটি বাড়িতে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। এছাড়াও বাগুইআটি, কৈখালি, পার্ক স্ট্রিটেও হানা দেয় ইডি-র তদন্তকারী দল। আর তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, রেশন দুর্নীতি মামলায় যে বিপুল টাকার লেনদেন হয়েছিল তা কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছে, এবার সেই সমস্ত ফ্যাক্টর মাথায় রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাংলায় যে রেশন দুর্নীতি ঘটনা সামনে এসেছে তা নিয়ে যে মামলা হয়েছে তার তদন্ত করছে ইডি। এদিন সল্টলেক-সহ ছয় জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সূত্রে খবর, কৈখালির এক শেয়ার ব্যবসায়ীর বাড়িতেও হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকরিকরা হানা দেওয়ার খবর পেয়েই নিজের দু'টি মোবাইল পাশের বাড়ির ছাদে ছুড়ে দেন ওই ব্যবসায়ী। পরে পাশের বাড়ি থেকে সেই মোবাইল দু'টি উদ্ধার করেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে থেকে ফের সক্রিয় হল ইডি। মঙ্গলবার সকাল ৭টা নাগাদ প্রথমে সল্টলেকের আইবি ব্লকের

পাশের ফ্ল্যাটে মোবাইল ফেললেন ব্যবসায়ী

একটি বাড়িতে হানা দেন ইডির তদন্তকারীরা। পরে জানা যায়, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ইডি আধিকারিকেরা নিউ আলিপুর, পার্ক স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, বাগুইহাটি, কৈখালি এলাকার আরও পাঁচটি জায়গায় হানা দিয়েছেন। তদন্তকারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, কৈখালির ওই ব্যবসায়ীর দু'টি ফোনে 'আর্থিক দুর্নীতি' সংক্রান্ত অনেক তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে। আর সেই কারণেই তড়িঘড়ি সেগুলি লোপাটের চেষ্টা করা হয়। একটি মোবাইলের ব্যাক কভারে আবার ৫০০ টাকার একটি নোটও রাখা ছিল বলে খবর। মোবাইল ফোন দু'টিই ইডি বাজেয়াপ্ত করেছে বলে সূত্রের দাবি। সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমন কী ছিল এই মোবাইল ফোনে, যার জন্য তা অন্যের বাড়িতে ছুড়ে ফেলা হয় তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত এপ্রিলে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে সিবিআই গিয়েছিল। তদন্তকারীদের সামনেই তিনি আচমকা তাঁর মোবাইল ফোন দু'টি পাঁচিলের উপর থেকে পুকুরে ফেলে দেন। সেই মোবাইল উদ্ধার করতে পুকুর ছেঁচতে হয় তদন্তকারী সংস্থাকে। সে এক কাণ্ড দেখেছিল বাংলা। তবে এবার পুকুর নয় বলে রক্ষা! মঙ্গলের সকালেই বিশ্বজিতের সল্টলেকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। রেশন বণ্টন দুর্নীতির তদন্তে নেমে আধিকারিকদের নজরে আসে ফরেক্স ট্রেন্ডিং-এর বিষয়টি। আর সেই সূত্র ধরেই তদন্তের নতুন দিশা দেখা যায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিশ্বজিতের বাড়িতে চলে তল্লাশি। জানা গিয়েছে, বিশ্বজিৎ দাস ইম্পোর্ট ও এক্সপোর্টের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সেখানেই এই টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেই সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই চালানো হয়েছে এদিনের তল্লাশি। পাশাপাশি তাঁর বাড়ির সামনে রাখা বিলাসবহুল গাড়িতেও নজর গোয়েন্দাদের। সেখানে প্লাস্টিক উদ্ধার করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নথি থাকতে পারে বলে তাঁরা মনে করছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Arpita Dey Saha (old name) W/o. Subhajit Saha R/o. 17, N.S. Road, Suripara, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arpita Dey (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Arpita Dey Saha & Arpita Dey W/o. Subhajit Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Alankrita Saha.

নাম-পদবী

গত ১৩/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Kalipada Das (old name) S/o. Fakirchand Das R/o. Kanagar Subhash Pally, Naldanga, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nandalal Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kalipada Das & Nandalal Das S/o. Fakirchand Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Abinash Das.

CHANGE OF NAME

I, Vivek Kumar Shaw s/o Kishore Kumar Shaw r/o K.D. Road, Naihati(M), Gorifa, North 24 Pgs - 743 166 do hereby declare that in my class 10 marksheet my father's name is wrongly mentioned as Kishor Kumar Shaw instead of Kishore Kumar Shaw. Kishore Kumar Shaw and Kishor Kumar Shaw are one and same identical persons. Sworn vide affidavit no 3048 dated 09.02.24.

নাম-পদবী

গত ১৩/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Arpita Saha (old name) W/o. Subhajit Saha R/o.17, N. S. Road, Suripara, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arpita Dey (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Arpita Saha & Arpita Dey W/o. Subhajit Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

মাননীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, চন্দননগর, জেলা হুগলী

ম্যাট স্যুট নং ৭৫ / ২০২০

শ্রী শুভেন্দু মুখার্জ্জী

-বনাম-

শ্রীমতি শুক্লা মুখার্জ্জী

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রী শুভেন্দু মুখার্জ্জী, পিতা শ্রী সন্তোষ কুমার মুখার্জ্জী, সাং-সাহেব বাগান, শান্তিপল্লী, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় শ্রীমতি শুক্লা মুখার্জ্জী, পিতা শ্রী প্রতাপ লাহা, সাং-প্রজত্রে ফনি দাস, যদু ঘোষ বাই লেন, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন যাহা অত্র আদালতে বিচারধিন আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের অন্দরে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত মাধ্যমে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় সময় অন্তে মোকর্দ্দমা একতরফা বিচার হইবে।

শ্রী শুভজিৎ সেনগুপ্ত
এ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার
চন্দননগর মহকুমা আদালত
Bench Clerk
Additional District & Session Judge
Fast Track, Chandernagore
07/02/2024

নাম-পদবী

আমি রাসেদা বেগম স্বামী- মৃত আব্দুল জলিল মোল্লা ১৬-০১-২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে রসিদা মোল্লা ও রাসেদা বেগম একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম ভাতগাছি পোষ্ট রানাবন্ধ, পি.এস. চাপড়া, জেলা-নদীয়া।

নাম পরিবর্তন

আমি ঝরনা বিবি , স্বামী- শুকচাঁদ সেখ, সাং পঞ্চাননপুর, পোস্ট গোকুল গোবিন্দপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, S.D.E.M কোর্টে ডোমকল এ সিরিয়াল নং 753, Date. 09.2.2024 এফিডেভিট বলে আমার স্বামী- **Sukchand Sekh** ও **Sukchand Sk** এবং **Sukchad Sk** এবং আমার শ্বশুর মশাই - **Bakkar Sekh** ও **Abu Bakkar Sk** এবং **Bakkar Sk** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ভ্রম সংশোধন

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে গত ইংরাজি ০৯.০২.২০২৪ তারিখে এই পত্রিকার ২ নং পৃষ্ঠায় একটি দলিল হারাইয়া যাইবার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছিল এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ভুলবশত দলিলটির নং ২৩২৮ এর জায়গায় ০২৩৯৮ উল্লেখিত হইয়া যায়, তাই উক্ত ভুলটি সংশোধন হেতু এই সংশোধন পত্রিকায় পুনরায় দাখিল করা হইল।

Mr. Arindam Mitra
Advocate Chandernagore Court, Hooghly, PIN- 712136, MOB - 9123331401

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১লা ফাল্গুন। শ্রীপঞ্চমী তিথি, বুধবার। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ দিনটি অতীব শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর , জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ শ্রীপঞ্চমী তিথী।শ্রী শ্রী সরস্বতী পুজো সমস্যাধার-লেখনি-বাদ্যযন্ত্রাদি স্থাপনা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জেলা ঃ- হুগলী,

মোকাম চন্দননগরের জেলা ডেলিগেট আদালত।

সন ২০২২ সালের ৯৭ নম্বর প্রবেট এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা।

দরখাস্তকারী ঃ-

শ্রী মৃন্ময় সরকার

পিতা শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সরকার এবং মাতা স্বর্গীয় শ্রীমতি চিত্রা সরকার, সাং- ব্লক ৫২৮/ ৭৭৮, সিদ্ধার্থ নগর (জয় ভবানী বেকারীর উল্টোদিকে), সিদ্ধার্থ নগর, উল্হাসনগর, থানে, মহারাষ্ট্র-৪২১০০৪,

বর্তমানে ২৬/ ১, সারদাপল্লী, পোঃ- সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৪।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃতা বাসন্তি চক্রবর্ত্তী, স্বামী প্রানগোপাল চক্রবর্ত্তী, সাং- ২৬/ ১ সারদাপল্লী, পোঃ-সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৪ গত ইংরাজী ০৮/ ০১/ ২০২২ তারিখে সম্পাদন করিয়া উক্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি সম্পর্কে একটি উইল করিয়া দিয়া গত ইংরাজী ০২/ ০৮/ ২০২২ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উক্ত কেস করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং হাজির থাকিয়া বা নিযুক্তিয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি অধিন ২১নং ওয়ার্ডে সারদাপল্লী জি.এস. কলোনী মহল্যায় হোল্ডিং নং-২৬, সারদাপল্লী, জে.এল. নং ১৩, মৌজা-ধিতারা, এল.ও.পি. নং-২৬/ ১, সি.এস. প্লট নং-১৪১৭(পি) মোতাবেক এল.আর. প্লট নং-১৬৪৫ এতে ৩ (তিন) কাঠা ৪ (চার) ছটাক বাস্তু সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত একতলা পাকা বসতগৃহ।

শ্রী শুভজিৎ সেনগুপ্ত
এ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
সন্দীপ দাস
সেরেস্তাদার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

হাওড়া ব্রিজে কলকাতাগামী গাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রাত্রি ৮ টা ১৫ মিনিট নাগাদ হাওড়া ব্রিজে উপরে চলন্ত একটি প্রাইভেট গাড়ি হঠাৎ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে গোটা গাড়ি জ্বলতে শুরু করে। হাওড়া ট্রাফিক সূত্রের খবর, গাড়িটি কলকাতা অভিমুখে যাচ্ছিল। ব্রিজ থেকে নামার আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে উপস্থিত ট্রাফিক ও নর্থ পোর্ট থানার আধিকারিকরা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী কলকাতা পুলিশের ক্রেনের মাধ্যমে গাড়িটিকে অন্যত্র সরিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা অভিমুখে যান চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পরে। উপস্থিত ট্রাফিক আধিকারিকদের সাহায্যে পরিস্থিতি সামাল দেয় আধিকারিকরা। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের একটি গাড়ি আগুন নেভানোর কাজে লাগে। ঘটনাতে কারোর হতাহতের খবর নেই বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। আপাতত যান চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে ও গত বছরের ডিসেম্বর মাসেও হুগলি সেতুর উপর আচমকাই গাড়িতে একইভাবে আগুন ধরার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার জেরে একইভাবে কলকাতামুখী লেনে পুরোপুরি যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ফের নতুন বছরের শুরুতেই হাওড়া ব্রিজে একই ঘটনা ঘটলো।

লোকসভা ভোটে ভোটগ্রহণ পরিকাঠামো গড়তে অর্থ বরাদ্দ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে বিভিন্ন জেলায় ভোটগ্রহণ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। এই খাতে মোট ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বরাদ্দ অর্থ খরচ করার পর পদ্ধতি মোতাবেক ব্যবহারিক সংশাপত্র বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে চলতি সপ্তাহেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বিভিন্ন জেলার ইলেকশন অফিসারদের নিয়ে বৈঠক বসতে চলেছেন। ১৭ দফা বিষয় নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে। তার মধ্যে ভোটকেন্দ্র গুলির পরিকাঠামো নির্মান অন্যতম। বরাদ্দকৃত অর্থে ভোট কেন্দ্রে শৌচাগার, পানীয় জলের কল, র‍্যাম্প, সীমানা প্রাচীর, এ সমস্ত নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, এই ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৪ টি ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। আলিপুরদুয়ার জেলাকে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার, বাঁকুড়াকে ১৯ লক্ষ ১০ হাজার, বীরভূম জেলাকে ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার, কোচবিহারকে ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার, দক্ষিণ দিনাজপুরকে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি মিলিয়ে ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার, হুগলি জেলাকে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার, হাওড়া জেলাকে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার, জলপাইগুড়ি জেলাকে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার , ঝাড়গ্রাম জেলাকে ২ লক্ষ ৭ হাজার, কালিংপং জেলাকে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার, উত্তর কলকাতাকে ৮৮ লক্ষ ২০ হাজার, দক্ষিণ কলকাতাতে ৪৯ লক্ষ ১০ হাজার, মালদা জেলাকে ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার, মুর্শিদাবাদ জেলাকে ৪৫ লক্ষ ৮৫ হাজার, নদিয়া জেলাকে ৫১ লক্ষ ৭৫ হাজার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭ হাজার, পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে ৩১ লক্ষ, পূর্ব বর্ধমান জেলাকে ৩০ লক্ষ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার, পুরুলিয়া জেলাকে ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাকে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাকে ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের জন্য চক্ররেলে পরিষোয় বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে পূর্ব রেল চলতি সপ্তাহের ১৫ (বৃহস্পতিবার), ১৬ (শুক্রবার) ও ১৭ (শনিবার) বিকেল ৪টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত চক্ররেল পরিষেবার পরিবর্তন করল।

৩০৩১২, ৩০৩১৪ ট্রেন দুটি কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত চলবে। ৩০৩৩১, ৩০৩১৩ ট্রেন দুটি কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে। ৩০১২২, ৩০১৫৪, ৩০১১১,৩০১২৩ ট্রেন গুলি শিয়ালদহ স্টেশন অবধি চলাচল করবে। ৩৯৭১১, ৩০৫৫২ বালিগঞ্জ স্টেশন অবধি চলাচল করবে।

৩০১১২, ৩০৩১৭ ট্রেন দুটি কাঁকুরগাছি হয়ে বালিগঞ্জ রুটে চলাচল করবে। ৩০৪১৬, ৩০৪৫১ ট্রেন দুটি বাতিল করা হয়েছে।৩০৩৩১ কাঁকুরগাছি হয়ে বালিগঞ্জ রুটে মাঝেরহাট পৌঁছবে। ৩০৩৫৩ মাঝেরহাট হয়ে, ৩০১৩৫ বালিগঞ্জ হয়ে চলাচল করবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য পূর্ব রেল দুঃখ প্রকাশ করেছে।

পাট থেকে বাড়ি নির্মাণের উপকরণ তৈরির প্রকল্প !

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অধীন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ পাট থেকে বাড়ি নির্মাণের উপকরণ তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কলকাতায় আজ সংস্থার ডেপুটি ডায়রেক্টর জেনারেল ডক্টর শ্যাম নারায়ণ ঝা জানিয়েছেন, পাট-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে ইট, স্টোনচিপস্ তৈরি করা হবে।

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের ঘরে ফেরার স্মৃতিতে ম্যারাথন ও ট্রেন যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় বিশ্ববিজয় করে দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন বজবজের মাটিতে। ১৮৯৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অকস্মাৎ কারণে স্বামীজির মোম্বাসা জাহাজটি তৎকালীন বজবজ পোর্ট সংলগ্ন জেটিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওই দিন স্বামীজি সারা রাত জাহাজে কাটিয়ে পরদিন সকালে (১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি) পায়ে হেঁটে বজবজ স্টেশনে টিকিট কেটে প্রায় ২০ জন ভক্তকে নিয়ে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শিয়ালদহে প্রায় ২০ হাজার মানুষ স্বামীজিকে নিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা-সহ আলমবাজার মঠে যান।

বজবজে স্বামীজির ঐতিহাসিক এই পদার্পণ সেভাবে কেউ জানতই না। সকলেই জানতেন স্বামীজি খিদিরপুর নেমেছিলেন। কিন্তু আটের দশক স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও বজবজ পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান নানা তথ্য ঘেঁটে প্রমাণ করেন স্বামীজি চিকাগো ধর্মমহাসভা থেকে বাংলার মাটিতে ফিরেছিলেন বজবজের মাটিতে পা দিয়ে। অবশেষে বেলুড়মঠ সেই তথ্যকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৮৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে তৎকালীন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান ও ইতিহাসবিদ গণেশ ঘোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পূর্বরেলের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক ট্রেন যাত্রা অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। বজবজ স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটির উদ্যোগে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ প্রথম এই ট্রেন যাত্রার সূচনা করেন। এরপর এই ট্রেন যাত্রায় চারজন রাজ্যপাল, সাংসদ, মন্ত্রী সহ বহু গণমান্য অতিথি নানা সময়ে এই ট্রেন যাত্রার অনুষ্ঠানে হাজির থেকেছেন। বতর্মানে প্রতীকি এই ট্রেন প্রতি বছরের মতো আগামী সোমবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ১১১০টা মিনিটে বজবজ থেকে ছাড়া হবে।

১৮৯৭ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে বজবজ জেটিতে আসার দিনটিকে স্মরণ করতে অনুষ্ঠিত হয় 'বিবেক ম্যারাথন'। আয়োজক বিবেক সংহতি। সপ্তম বছরের এই ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, রবিবার, বিকেল ৩-টেয়। পতাকা নেড়ে ম্যারাথনের সূচনায় হাজির থাকেন সমাজের বিশিষ্ট মানুষ ও খেলোয়াড়রা। এই বছর পুরাতন স্টেশনে ম্যারাথনের সূচনা করবেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার শুভময় ঘোষ।

ফটো ক্যাপশন- বজবজ পুরাতন স্টেশন। ১৮৯৭ সালে এই স্টেশন থেকে স্বামীজি ট্রেনে উঠে শিয়ালদহ আসেন।

ভাবাদিঘির অপু-দুর্গাও পাবে ট্রেন, চালু হবে রেল স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: শরৎকালের সাদা কালো ছবির পটভূমিকায় দিগন্ত বিস্তৃত কাশবনের মাঝে অপু দুর্গার চোখ দিয়ে দেখা কালো ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। বছর সত্তর আগে শ্যুট করা 'পথের পাঁচালি'র বিখ্যাত সেই সাদা কালো দৃশ্য 'আইকনিক' হয়ে গিয়েছে। ১৯৫২ সালের ২৭ অক্টোবর। দিনটা ছিল সোমবার। পালসিট স্টেশনের কাছেই পথের পাঁচালী-র প্রথম ক্যামেরাবন্দির মুহূর্ত। পথের পাঁচালীর অপু-দুর্গার মতোই ভাবাদিঘির গ্রামবাসীরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন সেখানে রেলস্টেশন তৈরির জন্য। ভাবাদিঘির উপর দিয়ে প্রস্তাবিত রেললাইনের কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের চাহিদার কথা জানতে পারেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ অফিসের কর্মীরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আন্তরিক আলাপচারিতায় তাঁরা জানতে পারেন ভাবাদিঘির স্থানীয় লোকজনও চান, এখানে হোক রেল স্টেশন, যেখান থেকে তাদের সরাসরি অল্প খরচে ও কম সময়ে তারকেশ্বর বা কলকাতায় যাওয়া সহজ হবে।

ভাবাদিঘির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা রাজনীতি বোঝেন না। তাঁরা চান এই এলাকার সামগ্রিক উন্নতি যা রেললাইন ছাড়া কোনওদিনই সম্ভব হবে নয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্ষুদ্র মাপের শিল্প বিকাশে সাহায্য হবে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হবে। এই রেল লাইন স্থাপনের কারণে কর্মসংস্থানের পথও সুগম হবে। আপামর গ্রামবাসী রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই রেল লাইন তৈরির কাজ সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়েছেন।

গ্রামবাসী ও ভারতীয় রেলের সার্বিক প্রচেষ্টায় আগামী দিনে রেল মানচিত্রে জায়গা করে নেবে সেখানকার অপু-দুর্গা আর তাদের ভাবাদিঘির গল্প।

বিয়ে, সরস্বতী পুজো ও ভ্যালেন্টাইনস-ডে, গোলাপ থেকে সবজি, হাত দিলেই ছ্যাঁকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই বছর সরস্বতী পুজো ও ভ্যালেন্টাইনস ডে একই দিনে পড়েছে। বিয়ের শুভ দিনও পড়েছে একইসঙ্গে। ফলে সরস্বতী পুজো, বিয়ে বাড়ি তার ওপর ভ্যালেনটাইনস ডে-তে ফুলের দাম হয়েছে আকাশ ছোঁয়া। সঙ্গে উর্ধ্বমুখী দাম সবজিরও।

এই বছরে অকাল বৃষ্টির কারণে বহু ফুলের গাছ নষ্ট হয়েছে। ধাক্কা খেয়েছে ফুল চাষ। একইসঙ্গে তিনটি অনুষ্ঠান সামাল দিতে গিয়ে জোগানে টান পড়ায় ফুলের দাম বাড়ছে হুহু করে। সরস্বতীপুজোয় তুঙ্গে থাকে গাঁদা ফুলের চাহিদা। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র জন্য লাল গোলাপ তো রয়েছেই, অন্যান্য গোলাপের চাহিদাও বেড়েছে। আর বিয়েবাড়িতে এখন গোলাপ থেকে ডালিয়া,জারবেরা, রকমারি ফুলের চাহিদা তুঙ্গে।

ফেব্রুয়ারি মাসে একদিকে বিবাহের মরশুম চলছে, এরই মধ্যে পড়েছে সরস্বতী পুজো। আবার সেই দিনেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তাই বাজারে বেড়েছে ফুলের দাম। তাই এবার সরস্বতী পুজো উদ্যোক্তা থেকে গৃহস্থের ফুল কিনতে অনেক বেশি গ্যাঁটের কড়ি খসাতে হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। হাওড়ার ফুল বাজার জগন্নাথ ঘাট। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সেই ফুল বাজারে ক্রমশই ভিড় বেড়েছে। কলকাতার সিঁথির মোড় থেকে জগন্নাথ ঘাটের ফুলের বাজারে এসেছিলেন সন্দীপন মণ্ডল।

সন্দীপন বলেন,' এবছর ফুলের দাম অনেক বেড়েছে। আমি আগেও এখান থেকে ফুল কিনেছি। এত দাম ছিল না। এই বছর অপ্রত্যাশিত ফুলের দাম খুবই চড়া। বাড়ির পুজোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটুকুই কিনলাম।' সন্দীপনের মতোই চড়া দামেই সরস্বতী পুজোর জন্য পদ্ম ও পলাশ ফুল কিনছেন অন্য ক্রেতারাও। বর্ধমান থেকে বন্ধুর বিয়ের ফুল কিনতে এসেছেন বিশ্বজিত। তিনি বলেন,' ফুলের যা দাম হাত দেওয়া যাচ্ছে না। গোলাপের মারাত্মক দাম। রজনীগন্ধা কেউ একশো, কেউ দুশো টাকা দাম চাইছে। এই বছর অকাল বৃষ্টির জন্যই বাজারে ফুলের দাম এত চড়া।'

বিবাহের মরশুমে বিয়ে বাড়ির গাড়ি সাজানোর জন্য অনেকে ফুল কিনতে এসেছেন ফুল বাজারে। ক্রেতা- বিক্রেতা সকলেই স্বীকার করছেন ফুলের দাম এখন বেশি। চড়া দামেই তাকে কিনতে হচ্ছে ফুল। যদিও ফুলের দাম আরও বাড়বে বলেই দাবি বিক্রেতাদের। এখন মোটামুটি ৪০০ টাকা বাসন্তী গাঁদা, ৩০০ টাকা লাল ফুল, গোলাপ একশো পিস ৪০০ টাকা দামে বিক্রি হলেও দাম আরও বাড়বে। ফুল বিক্রেতা মন্টু নায়েক বলেন, 'এখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ফুল কিনতে আসেন। এবছর অকাল বৃষ্টির জন ফুলের গাছ নষ্ট হয়েছে। তাই ফুলের দাম চড়া।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৩০ মাঘ ১৪৩০ বুধবার

কলেজস্ট্রিটের বইপাড়ায় বীণাপাণির আরাধনার প্রস্তুতি।

বাগদেবীর আরাধনায় বেথুন স্কুলে আল্পনা ছাত্রীদের। ছবি: অদিতি সাহা

রাধারানি স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প, সন্দেশখালিতে উচ্চ মাধ্যমিক কীভাবে হবে, উদ্বিগ্ন সংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরপর ঘটনায় তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে নির্বিঘ্নে সন্দেশখালিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। কারণ, সন্দেশখালি রাধারানি হাইস্কুলে ৭০০ জনেরও বেশি পরীক্ষার্থীর আসন পড়েছে। এদিকে ওই স্কুলেই রয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। অশান্তির বাতাবরণে, স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প থাকাকালীন কী করে পরীক্ষা হবে, তা নিয়ে চিন্তায় ঘুম উড়েছে সংসদের।

সেই কারণেই মঙ্গলবার সন্ধের মধ্যেই স্কুল থেকে পুলিশকে সরানোর অনুরোধ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষা চলাকালীন সংসদের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের রাখা হবে সন্দেশখালির এই স্কুলে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনাও করেছে সংসদ। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত যাতে পৌঁছতে পারে তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে সংসদকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই উত্তাল হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। সেখানে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন নিয়ে কার্যত তোলপাড় পড়ে যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যেই পুলিশি টহলদারি, একের পর এক দিন ১৪৪ ধারা থাকায় পরীক্ষার্থীদের মনে শঙ্কা দেখা দেয়। যদিও মাধ্যমিক পরীক্ষা মিটেছে নির্বিঘ্নেই। পুলিশ আলাদা করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য। উচ্চমাধ্যমিকের জন্যও হয়ত তেমনই ব্যবস্থা থাকবে।

সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগ নিয়ে কমিশনের ব্যাখ্যা তলব আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগ নিয়ে ফের কমিশনের ব্যাখ্যা চাইল আদালত। একইসঙ্গে নির্দেশ, মোট ১৬০০ নিয়োগের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের কোনও মামলা যে যুক্ত নয় তা এবার হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কমিশনকে। এই জবাব পাওয়ার পর সন্তুষ্ট হলে তবেই আদালত সিদ্ধান্ত নেবে সুপার নিউমেরারি পদে রাজ্য আদৌ নিয়োগ করতে পারবে কি না। তবে মঙ্গলবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এও জানান,'আমরা সবাই নিয়োগের পক্ষে।'

এদিকে মঙ্গলবার আদালতে এজি কিশোর দত্ত বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং আছে অন্য মামলা। সুপার নিউমেরারি পদে রাজ্যের লক্ষ্য একটাই, মেধায় কোনও আপস নয়। যেখানে কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষার পোস্ট আছে সেই সব স্কুলেই নেওয়া হবে। ২০১৬ সালের ওয়েটিং লিস্ট থেকেই নেওয়া হবে। অন্তর্বর্তী নির্দেশ চাওয়া হচ্ছে এদের নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হোক। ১৬০০ পোস্ট করা হয়েছে। ৭৫০ কর্মশিক্ষার জন্য, বাকি শারীরশিক্ষার।' এদিন শুনানির সময় মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বীকার করেছিল বেআইনি নিয়োগ রেখে দিতেই এই সুপার নিউমেরারি পোস্ট করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চেও তারা এই একই কথা জানায়। পরে একক বেঞ্চে এই শধ তারা প্রত্যাহার করে।'

যদিও স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে আইনজীবী সুতনু পাত্র জানান, 'এটা সত্যি নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এই পোস্ট তৈরি হয়।' সবপক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি বসু প্রশ্ন করেন, রাজ্য কি এই পোস্ট তৈরি করতে পারে? কারা এই পদ পাওয়ার যোগ্য? বিচারপতি একইসঙ্গে বলেন, স্কুল সার্ভিস কমিশনকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে এই ১৬০০ জনের নিয়োগের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের কোনও মামলা জড়িত নেই। আদালতও নিয়োগের পক্ষে, বলেন বিচারপতি। আগামী ২৮ তারিখ ফের এই মামলার শুনানি হবে।

সাউথ পয়েন্টের আর্থিক তছরুপের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সেনগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কৃষ্ণ দামানি গ্রেপ্তার হয়েছেন আর্থিক দুর্নীতি মামলায়। স্কুল তহবিলের কোটি কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগে হেয়ার স্ট্রিটের আর এন মুখার্জি রোড থেকে ট্রাস্টি বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য কৃষ্ণ দামানিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, নামী এই স্কুলের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণে প্রায় ১০ কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ রয়েছে দামানির বিরুদ্ধে। এছাড়াও শিক্ষকদের বেতন সহ অন্যান্য খাতে আর প্রায় ১০ কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠেছে। এবার এই ঘটনায় এবার উঠল পুলিশি অতিসক্রিয়তার অভিযোগ। সেই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানান অভিযুক্তের আইনজীবী

সিদ্ধার্থ লুথরা। এদিকে মঙ্গলবার আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার শুনানি আপাতত হচ্ছে না। কারণ মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তবে বিচারপতি সেনগুপ্ত এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অন্য কোনও বেঞ্চে আবেদন করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত বছরের জুলাই মাসে স্কুলের আর্থিক বেনিয়মের বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সংশ্লিষ্ট স্কুলেরই ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ইন্দ্রনীল চৌধুরী। তিনিই দামানির বিরুদ্ধে তিনটি আর্থিক বর্ষে স্কুল ফান্ডের টাকা তছরুপের অভিযোগ আনেন। পুলিশ অনুমান করছে, দুর্নীতির পরিমাণ ২০ কোটির বেশি হতে পারে। এরপর গত শুক্রবার দামানির জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। কৃষ্ণ দামানিকে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। অন্যদিকে, হেয়ার স্ট্রিট থানার গ্রেপ্তারিকে 'বেআইনি' বলে সওয়াল করেন ধৃতের আইনজীবী। 'ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ' করার জন্য আর্থিক তছরুপের অভিযোগ করা হচ্ছে, দাবি করেন তিনি। এরপরই পুলিশি অতিসক্রিয়তার অভিযোগ আনা হয়।

বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে
অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'খুব খারাপ অভ্যেস। বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।' মঙ্গলবার সন্ধেয় ব্যারাকপুর ওল্ড ক্যালকাটা রোডে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীর বাড়ির 'গৌরী গণেশ' পুজোয় এসে এমনটাই বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, 'হাইকোর্ট সন্দেশখালি থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে বলেছে। অথচ সন্দেশখালি-২ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রশাসন ফের ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করতে চলেছে।' ১৪৪ ধারা প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিয়ে শুভেন্দু বলেন,' নির্যাতিতা মহিলাদের মুখ বন্ধ করা। আর যাতে বিজেপির পরিষদীয় দল বৃহস্পতিবার সন্দেশখালিতে ঢুকতে না পারে তার চক্রান্ত হচ্ছে। ' তবে কৌস্তভের বাড়ির পুজোয় শুভেন্দুর আসা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে গোটা

ব্যারাকপুর জুড়ে। তাহলে কি কৌস্তভ 'হাত' ছাড়তে চলেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যদিও এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে এসেছি। এর মধ্যে রাজনীতি খোঁজার কোনও কারম নেই। তবে পিসি ভাইপো যেখানে, সেখানে কৌস্তভ নেই। ভবিষ্যত কী হবে, তা কৌস্তভকেই ঠিক করতে হবে।' শুভেন্দুর সংযোজন, চোর মমতা এবং তার সন্ত্রাস বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে অনেকগুলো মুখের মধ্যে কৌস্তভ একটা মুখ। কংগ্রেস ও সিপিএমে থেকে বাংলা থেকে তৃণমূলকে হটানো যাবে না। পরবর্তীতে কি করবে, তা ওকেই ঠিক করতে হবে।

ফের অসুস্থ ফিরহাদ হাকিম, হাসপাতালে চিকিৎসার পর হাজিরা ব্যাঙ্কশাল আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের অসুস্থ ফিরহাদ হাকিম। জানা গিয়েছে, ডিহাইড্রেশনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। যাবতীয় পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সোমবার গভীর রাতে কলকাতার মেয়রকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে দিনভর চিকিৎসার পর মঙ্গলবার বিকেলের দিকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে একটি মামলায় হাজিরাও দেন তিনি।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের একেবারে শুরুর দিকে কোমরের যন্ত্রণা অসহ্য রকম হয়ে যাওয়ায় ফিরহাদ হাকিমকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কোমরের জন্য একটি বিশেষ ইনজেকশন দিতে হত। আর সেই কারণেই তাঁকে একদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছিল। যদিও পরের দিনই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় ফিরহাদ হাকিমকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর কলকাতা পুরসভার উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তিনি এবং কলকাতার মেয়র হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ফিরহাদ হাকিম বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম ফিট রাজনীতিক। প্রচার ময়দান থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মসূচি, তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেন তিনি। শহর কলকাতার দায়িত্ব সামলানো থেকে শুরু করে পুর নগরোন্নয়ন দফতরে দায়িত্ব সমস্ত কিছুই একা হাতে সামাল দেন তিনি। এমনকী কলকাতার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর 'টক টু মেয়র'কর্মসূচি শুরু করেন ফিরহাদ হাকিম। যেখানে শহরবাসী তাঁকে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন। এই অনুষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক একাধিক কর্মসূচিতেও দেখা যায় ফিরহাদ হাকিমকে। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ফিরহাদ হাকিমকে, এমনটাই মনে করছিল ওয়াকিবহাল মহল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ভরসাযোগ্য সৈনিক ফিরহাদ হাকিম। স্বাভাবিকভাবেই তিনি যে বড় নির্বাচনী দায়িত্ব পেতে পারেন, এমনটাই আন্দাজ রাজনৈতিক মহলের।

সরস্বতী পুজো, ভ্যালেন্টাইন'স ডে -তে কাঁটা হবে আবহাওয়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, বুধবার সরস্বতী পুজোর সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন'স ডেও। এমন এক উৎসবের মেজাজে কাঁটা বসাতে পারে বেয়ারা আবহাওয়া, অন্তত এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের। আলিপুর আবহাওযা দপ্তর সূত্রে খবর, সরস্বতী পুজোর দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকী কোথাও কোথাও বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের ৮-১০টি জেলায়।

উত্তরবঙ্গের দুই জেলাতেও বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। বিহার ও ঝাড়খণ্ড লাগোয়া জেলাগুলিতে মঙ্গলবার ও বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরই পাশাপাশি বুধবার কলকাতায় সন্ধ্যা ও রাতের দিকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে এরপর ধীরে ধীরে শীতের আমেজ উধাও হতে শুরু করবে।

একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার বিকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৪ থেকে ৯২ শতাংশ।

এদিকে মঙ্গলবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে। মেঘলা আকাশ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সঙ্গে হালকা বাতাস বইবে। বুধবার ১৪ তারিখ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে। মেঘলা আকাশ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা এবং ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও ঝাড়গ্রামে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা-সহ সব জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে ফের আবহাওয়ার উন্নতি হবে দক্ষিণবঙ্গে।

ফের আত্মহত্যার চেষ্টা মেট্রোয়, ব্যস্ত সময়ে থমকাল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের আত্মহত্যার চেষ্টা মেট্রোয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ৯ মিনিটে মেট্রোর উত্তর - দক্ষিণ করিডরের যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে আচমকাই চলন্ত রেকের সামনে ঝাঁপ দেন এক যুবতী। এই ঘটনার জেরে সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো চলাচল। বন্ধ রাখা হয় যতীন দাস পার্ক থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। পরে আংশিক মেট্রো চলাচল শুরু হলেও যতীন দাস পার্ক থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার (টালিগঞ্জ) এবং অপর লাইনে ময়দান পর্যন্ত বন্ধ মেট্রো।

এই প্রসঙ্গে মেট্রোর তরফে জানান হয়েছে, একজন যাত্রী ৬টা ৯ মিনিটে যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে একটি ডাউন মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। ফলে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ স্টেশনের মধ্যে কাটা পরিষেবাগুলি চালানো হয়। পরে মেট্রোর তরফে জানানো হয়, ওই যুবতীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর ফের ৬টা ৪১ মিনিট স্বাভাবিক হয় মেট্রো পরিষেবা।

ASHIANA HOUSING LIMITED

Regd. Off. : 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700071
Head off. : 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi - 110017, Telephone number : 011-4265 4265
Fax : 011-4265 4200, Official E-mail : investorrelations@ashianahousing.com, Website : www.ashianahousing.com
CIN : L70109WB1986PLC040864

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2023

(₹ in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income From Operations	16,997	11,883	61,396	36,500	18,925	13,531	66,956	42,519
2	Net Profit/(Loss) For The Period (Before Tax, Exceptional And /Or Extraordinary Items)	3,213	1,116	7,954	3,236	3,460	1,269	8,299	3,432
3	Net Profit/(Loss) For The Period Before Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	3,213	1,116	7,954	3,236	3,460	1,269	8,299	3,432
4	Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,570	834	6,284	2,706	2,780	905	6,602	2,788
5	Total Comprehensive Income For The Period [Comprising Profit / (Loss) For The Period (After Tax) And Other Comprehensive Income (After Tax)]	2,588	849	6,335	2,782	2,808	929	6,679	2,878
6	Equity Share Capital	2,010	2,047	2,010	2,047	2,010	2,047	2,010	2,047
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves, Securities Premium Account & Capital Redemption Reserve)	58,944	53,431	58,944	54,384	58,869	52,914	58,869	53,965
8	Securities Premium Account	14,359	19,958	14,359	19,958	14,359	19,958	14,359	19,958
9	Networth	75,350	75,437	75,350	76,389	75,275	74,919	75,275	75,970
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	12,436	12,903	12,436	12,763	12,436	12,903	12,436	12,763
11	Debt Equity Ratio	0.17	0.23	0.17	0.24	0.18	0.23	0.18	0.24
12	Earnings Per Share (Of Rs. 2/- Each) (For Continuing & Discontinued Operations)- Basic And Diluted	2.56	0.83	6.26	2.72	2.78	0.91	6.60	2.81
13	Debenture Redemption Reserve/ Capital Redemption Reserve*	37	NA	37	NA	37	NA	37	NA
14	Debt Service Coverage Ratio	2.96	2.91	4.24	1.35	3.17	3.18	4.39	1.39
15	Interest Service Coverage Ratio	8.41	3.26	6.62	2.20	8.98	3.56	6.85	2.26
16	Current Ratio	1.58	1.74	1.58	1.68	1.60	1.73	1.60	1.69
17	Long Term Debt to Working Capital Ratio	0.16	0.22	0.16	0.21	0.15	0.21	0.15	0.20
18	Bad Debts to Accounts Receivable Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Current Liability Ratio	0.91	0.85	0.91	0.87	0.88	0.83	0.88	0.85
20	Total Debts to Total Assets Ratio	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08
21	Debtors Turnover Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Inventory Turnover Ratio	0.29	0.13	0.29	0.17	0.32	0.16	0.32	0.20
23	Operating Margin (%)	21.45%	13.55%	15.26%	16.28%	20.58%	13.05%	14.51%	14.46%
24	Net Profit Margin (%)	15.12%	7.02%	10.24%	7.41%	14.69%	6.69%	9.86%	6.56%

Notes :

1) The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended as on 31st December, 2023 have been reviewed by the Audit Committee in it's meeting held on 12th February 2024, and approved by the Board of Directors at their meeting held later on the same day, i.e. 12th February, 2024.

2) The above results are an extract of the detailed format of the Financial Results for Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2023 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results, standalone and consolidated, are available on the stock exchange website(s) NSE **www.nseindia.com**, BSE **www.bseindia.com** and on Company's website **www.ashianahousing.com**

3) All the line items referred in Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been reproduced here.

4) These results have been prepared in accordance with IND AS as per prescribed under Companies Act, 2013.

* The requirement for creating Debenture Redemption Reserve is not applicable on the company as per MCA notification number G.S.R. 574 (E) dated 16th August 2019. Further, Capital Redemption Reserve is created due to Buy Back of 18,27,242 no of equity shares in August 2023 in terms of the provisions of Companies Act, 2013.

The Company has not issued any preference shares.

** The secured NCDs issued in 2018 under under Series No. AHL10.15%2023 with ISIN: INE365D07077 have been fully redeemed on 26th April 2023. Accordingly, the requirement of disclosure of security cover does not apply.

For and on Behalf of the Board
Ashiana Housing Limited
Varun Gupta
(Whole Time Director)

Place : Chennai
Date : 12th February, 2024

সম্পাদকীয়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প অর্থনীতিরই ফলিতরূপ প্রতিদিন উপহার দেন

রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ বকেয়া ২২ হাজার কোটি টাকা পেলে বহু কাজে সেগুলো খরচ করতে পারত। তারা নানারকম খাদ্য, পোশাক, বাসনপত্র, আসবাব প্রভৃতি কিনত। কিছু টাকা পরিবহণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদনেও ব্যয় হতো। সব মিলিয়ে বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি হতো অর্থনীতির অনেকগুলি ক্ষেত্রে। চাহিদাই যেকোনও ব্যবসা ও শিল্পের জিয়নকাঠি। সেই হিসেবে, বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে সবক শেখাতে নেমে মোদি সরকার বাংলার একাধিক ক্ষতি করে চলেছে। সরাসরি বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ এবং পরোক্ষে নষ্ট করা হচ্ছে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সম্ভাবনাকেও। এত কাণ্ডের পরেও মমতার হাত ধরে রাজ্যে দারিদ্র্য কমে চলেছে প্রতিদিনই। তিনি যখন রাইটার্সের দায়িত্ব পান তখন রাজ্যবাসীর ৫৭.৬০ শতাংশের অবস্থান ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে (বিপিএল)। গত ১২ বছরে বাংলার ৪৯ শতাংশ মানুষকে বিপিএল স্তরের উপরে টেনে তুলেছে তৃণমূল সরকার। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বিপিএল শ্রেণিভুক্ত মানুষের শতাংশ হার কমে ৮.৬০ হয়েছে। নীতি আয়োগই জানাচ্ছে বাংলার অভূতপূর্ব সাফল্যের এই তথ্য। মনে রাখতে হবে, বাংলায় একই সঙ্গে কমেছে লিঙ্গবৈষম্যও। অর্থনীতির পণ্ডিতরা জানেন, এই সাফল্য মুফতে বা কোনও ম্যাজিকে আসেনি। পুরোটাই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি রূপায়ণের ধারাবাহিকতার ফসল। দুর্বল শ্রেণি বা প্রান্তিক মানুষজনের জন্য নানা রকমের ভাতা, বৃত্তি এবং কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলির ভূমিকা বিরাট। এছাড়া উল্লেখ করতে হয় ফ্রি রেশন, মিড ডে মিল, নারী ও শিশুর পুষ্টি, সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও শস্যবিমার কথা। আমাদের দেশে এমনিতেই আঠারো মাসে বছর! তার উপর আছে ঘুষের কারবারও। এই ভয়াবহ বাধা পেরনোর জন্য নবান্নের নির্দেশে সক্রিয় রয়েছে দুয়ারে সরকার-এর মতো একাধিক অনবদ্য কর্মসূচি। সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকেও সিপিএমের মাতব্বরদের মাথা থেকে এসব বেরয়নি। অথচ তাঁরা নাকি বামপন্থী এবং বিকল্প অর্থনীতির প্রবক্তা! কিন্তু দেশবাসী কী দেখছে? কঠিন কঠিন বুলি না আউড়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প অর্থনীতিরই ফলিতরূপ প্রতিদিন উপহার দেন। তিনি যেটা করেন সেটাই আসলে ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্সের সারকথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন সাফল্য দেখে সিপিএম এখন কী করে? কেবল চিমটি কাটে, আর তাই দেখে হাততালি দেয় বিজেপি। অথচ দেশবাসী ইতিমধ্যেই দেখে নিয়েছে এই বিজেপিই রাজ্যে রাজ্যে 'রেউড়ি' সংস্কৃতির জুতোয় পা গলিয়ে বসে আছে। মোদি সরকার এই দ্বিচারিতা থেকে বেরতে পারলে বাংলা-সহ সারা দেশ দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানে অনেক বেশি এগতে পারত। দেশের সরকার তাতে নিতান্তই অপারগ যখন, তখন রাজ্য সরকারগুলিকেই সেই দায়িত্ব একার কাঁধে তুলে নিতে হবে। যেমন মনরেগার অবর্তমানে ৫০ দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রকল্প চালু হতে চলেছে বাংলায়। তাতে আপাতত ৮ হাজার কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন মমতা। সোজা কথায়, বিকল্প উন্নয়নেও যথার্থ নেতৃত্বের ভূমিকায় এখন বাংলা।

জন্মদিন

আজকের দিন

মধুবালা

১৯৩৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মধুবালার জন্মদিন।
১৯৫২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুষমা স্বরাজের জন্মদিন।
১৯৬২ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কৃশানু দের জন্মদিন।

সরস্বতী পূজাকে সমর্থন করায় জীবনানন্দ দাশের চাকরি চলে যায়, তাঁর জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজিক পরিণতি!

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা স্বাভাবিক মনে হলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা নিয়ে কম বিতর্কও হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিসরে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ-আন্দোলন দেখা দেয়। গত বছরও (২০২৩) প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কলেজে বা পরে পরিবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপক্ষেতা বজায় রাখার জন্য সরস্বতী পূজা না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ় মনোভাবই সেক্ষেত্রে বিতর্ককে উজ্জীবিত করেছে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতিকে না মেনে চলার সদিচ্ছায় ধর্মীয় বিশ্বাস বনাম ধর্মনিরপক্ষেতার যুক্তির ছকে পক্ষে-বিপক্ষের মধ্যে এরকম বিতর্ক অস্বাভাবিক নয়। তাতে গণতান্ত্রিক আবহই সজীবতা লাভ করে। অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সরস্বতী পূজা না হলেও কলেজের হোস্টেলে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজমানসের আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ছিল। সেকথা তারই প্রাক্তনী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার তিনিই স্কুলজীবন থেকে জাতপাতের শিকার হয়েছেন। স্কুলে সরস্বতী পূজায় তিনি ব্রাহ্মণ না হওয়ায় অঞ্জলি দিতে না পারাতেই তাঁর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা জেগে উঠেছিল। তাঁকে আজীবন অব্রাহ্মণত্বের মূল্য দিতে হয়েছে । যেখানে বিদ্যার দেবীর পূজায় অবিদ্যার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে,সেখানে ধর্মীয় যুক্তির অসারতা আপনাতেই গুরুত্ব হারায়। অন্যদিকে সরস্বতী পূজার সঙ্গে জড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশকেও কম মূল্য চুকাতে হয়নি! আজীবন তাঁকে সরস্বতী পূজার শিকার হতে হয়েছে।

১৯২৮-এ ব্রাহ্মদের পরিচালিত সিটি কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি না দিলে তা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়, তীব্র বিতর্ক দেখা দেয় । সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কই সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল। ছাত্রদের পক্ষে যেমন সুভাষ চন্দ্র বসু দাঁড়িয়েছিলেন,বিপক্ষে তেমনই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি নিজেও ছিলেন ব্রাহ্ম। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের ব্রাহ্মদের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে ধিক্কার দিয়ে সরস্বতী পূজা থেকে বিরত থাকার কথা বলাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু জোর করে কোনো আদর্শকে আরোপ করার বিপক্ষে ছাত্রদের পাশে শুধু দাঁড়াননি, রীতিমতো 'হিন্দু ছাত্রদের তোল্লাই' দিয়ে যান । এই সুভাষচন্দ্রই ১৯২৪-এ বহরমপুর জেলে (বর্তমানে মেন্টাল হসপিটাল) থাকার সময় আন্দোলন করেই সরস্বতী পূজা করেছেন। সেখানে পূজার সুযোগে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করার উদ্দেশ্যের কথাও উঠে আসে । যাইহোক,সিটি কলেজে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জীবনানন্দের । তাঁকে এজন্য আজীবন ভুগতে হয়েছে। রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্রদের কলেজের কিছু অধ্যাপকও সমর্থন জানিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দও একজন। ব্রাহ্ম হলেও তাঁর মনে উদার মনস্কতার কোনো অভাব ছিল না। বিশেষ করে জোর করে আদর্শ চাপানোর তিনি বিরোধী ছিলেন। এই উদারতার মাশুল তাঁকে শুধু উদরেই দিতে হয়নি, কবিজীবনেও মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইতে হয়েছে মৃত্যুর পরেও। কর্তৃপক্ষের অনড় মনোভাবে শেষ পর্যন্ত রামমোহন হোস্টেলে পূজা বন্ধ হয়ে যায় । অন্যদিকে কলেজ বেশকিছু অধ্যাপকের ছাত্রদের সমর্থন করায় চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দও ছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অবশ্য জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশকে চিঠি লিখে পরে কলেজে সুস্থিতি ফিরে এলে আবার অধ্যাপনায় ফেরানোর কথা জানিয়েছেন। আসলে এই ঘটনায় হোস্টেলের কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়, পরে অনেকে স্বেচ্ছায় চলে যায় এতে কলেজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জীবনানন্দ চাকরি চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার আর্থিক অবস্থার চেয়ে ছাত্রদের সমর্থন জানানোর বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কলেজে সুস্থিতি ফিরে এলেও জীবনানন্দ আর চাকরিটি ফিরে পাননি।

তখন কলকাতায় ব্রাহ্মদের আধিপত্যের মরশুম। স্কুল কলেজে,শিক্ষা বিভাগে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত । ব্রাহ্ম হলে সহজেই সুযোগ সুবিধা মিলত। ১৯২১-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম এ পাশ করে ১৯২২-এ তেইশ বছরের জীবনানন্দ সহজেই সিটি কলেজে অধ্যাপনার(জুনিয়র লেকচারার) চাকরি পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, ১৯২৭-এ প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক'ও বেরিয়েছে। আবার বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'প্রগতি' পত্রিকায় কবি জীবনানন্দ দাশের অসাধারণ কবিত্ব বিষয়ে প্রায় নিয়মিত লিখে চলেছেন। অন্যদিকে ১৯২৮-এ সজনীকান্ত দাশ তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে জীবনানন্দ দাশের কবিতা উল্লেখ করে তুলোধোনা করা শুরু করেছেন। সেক্ষেত্রে খ্যাতি যত না হয়েছে, কলঙ্ক তার চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়েছে। সিটি কলেজের দ্বার কবির কাছে চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে আসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দেশ'-এ প্রকাশিত (২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮) নিবন্ধে ('সূর্য ও সাতটি তারার তিমির') লিখেছেন, 'পরে আর একবার জীবনানন্দ এই সিটি কলেজেই চাকরির চেষ্টা করেছিলেন,তখন তাঁর কবিতা অশ্লীল, এই ছুতো দেখানো হয়েছিল।' আসলে সিটি কলেজের চাকরি চলে যাওয়ার পরেও জীবনানন্দ আশা ছিল ব্রাহ্মদের স্কুল-কলেজে একটি চাকরি জোগাড় করতে পারবেন। ব্রাহ্ম হওয়ায় অল্প বয়সে সিটি কলেজের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিলই। এজন্য তিনি ব্রাহ্ম রথী-মহারথীদের ধরাধরিও করেন। তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ তাঁর 'জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি বা Literary Notes জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৩১' শীর্ষক ভূমিকায় ('বিভাব, জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা'য় জানিয়েছেন, 'চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি, পায়ে-পায়ে প্রচুর ঘুরেছেন, চিঠিচাপাটি জোগাড় করেছেন ও চিঠি লিখেছেন, কারো কারো বাড়িতে তোষামোদ করতে গিয়ে নির্ভেজাল অপমানিত হয়েছেন.....কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে নি ; পুনর্নিয়োগের প্রশ্নে এবার অন্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তিনি অশ্লীল কবিতা লিখেছেন।' আসলে ইতিমধ্যেই বছর তিনেক পেরিয়ে গেছে। বেকারত্বের তীব্রতায় বিধ্বস্ত জীবনানন্দ বছরখানেকের দাম্পত্য জীবনেও সুখী হতে পারেননি। তার উপরে মিথ্যে কলঙ্কের দায় তাঁকে বইতে হয়েছে।

১৯২৮-এ সিটি কলেজ থেকে চাকরি চলে যাওয়ার পর ১৯৩১-এ (শ্রাবণ ১৩৩৮) 'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সেবছরের সেপ্টেম্বরে কবিতাটিকে তীব্র সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করে সজনীকান্ত দাস কবি জীবনানন্দ দাশকে অশ্লীল কলঙ্কের রাজটিকা পরিয়ে দেন। অথচ সেই কবিতাটি সিটি কলেজে বহিষ্কারের তিন বছর পরে প্রকাশিত হলেও তা তাঁর নতুন করে কর্মজীবনের পথেই শুধু বাঁধা হয়ে ওঠেনি, তাঁর কবিজীবনের মিথ্যা অপবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত জীবনানন্দ কাঠ বেকার হয়ে ছিলেন। অন্যদিকে যে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিলেন সুদীর্ঘকাল, তিনিই তাতে বিস্ময়কর ভাবে অক্ষয় সিল মেরে দিয়েছেন। জীবনানন্দর মৃত্যুর পর ১৯৫৫-তে 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণ'-এ তিনি জানিয়েছেন, 'এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্যে নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন।' প্রথমত, সিটি কলেজে বহিষ্কারের সঙ্গে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির কোনো যোগ নেই। বহিষ্কারের বছরতিনেক পরে সেটি 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, অশ্লীলতার দোষে তাঁর সেই চাকরি যায়নি। সেক্ষেত্রে সিটি কলেজের সরস্বতী পূজার সমর্থনই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে জীবনানন্দ দাশের অধ্যাপনার চাকরি থেকেই বঞ্চিত করেনি,মৃত্যুর পরেও মিথ্যা অপবাদের অভিশাপ করে তুলেছে, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবন দীপের মেঘ কথার ভালোবাসায়, ভ্যালেন্টাইনস ডে

প্রদীপ মারিক

আকাশে যেমন একরাশ শুন্যতার মধ্যে কত আনন্দ, তেমন ই জীবনের শূন্যতা যেন এক নিমেষে পরিপূর্ণ হয়ে যায় ভালোবাসায়। সেই ভালবাসা যাকে শুধু একটু দেখার জন্য মনের মধ্যে তীব্র উচাটন, একটু কথা বলার জন্য কতটা আড়ষ্টতা, একটু স্পর্শ যেন কত কথার রোমন্থন, মন কেমনে হটাৎ উদাস হয়ে যাওয়া, কত রাত না ঘুমিয়ে সাদা খাতার ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে হটাৎ একটা কবিতা লিখে ফেলা, আবার সেই কবিতা মনের সুতোয় বাঁধা হয়ে পায়রার ঠোঁট হয়ে, ভালবাসার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ভাবতে ভাবতেই সারা রাত পেরিয়ে যাওয়া, এটাই তো ভালোবাসা। আবার সেই চিঠি সেই কবিতা আর গোলাপ নিয়ে প্রেম নিবেদন, সেই ভালোবাসার প্রত্যাখানের চিঠি চলে যায় কোন ডাইরির পাতার ভাঁজে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরেও যা জীবাশ্ম হয়ে বেঁচে থাকে ভালোবাসার মানুষের কাছে, এর নাম ই তো প্রেম। যার মধ্যে রূপ গন্ধ স্পর্শের মধ্যে থেকেও বেশি থাকে একটা পবিত্র মন, আর সেই মনের নাম ভালোবাসা। ভালোবাসা আমরণ, ভালোবাসা চিরন্তন, ভালোবাসা সারাদিন। তবে ভ্যালেন্টাইনস ডে দিনটাই ভালোবাসা দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছে মানুষ। মুঠোফোনের মেসেজ, ই-মেইল অথবা অনলাইনের চ্যাটিংয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেমকথার কিশলয় হয়ে ওঠে পল্লবিত মন স্ফুরণের হরষে। ফেব্রুয়ারির এ সময়ে প্রেম যুগল তাদের ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে পায়। নিরাভরণ বৃক্ষে যেন কচি কিশলয় জেগে ওঠে। তীব্র সৌরভ ছড়িয়ে ফুল সৌন্দর্যবিভায়। ভালোবাসার দীপ তার আকাশ ভরা ভালোবাসার মেঘ কথার কাছে প্রশ্ন রাখে ভালোবাসা দিবস তো সারা বছর তাহলে বছরের এই কটা দিন কেন? উত্তুরে হওয়ায় ও মেঘ থেকে পুষ্প বৃষ্টির কথা ভেসে আসে, ভেলেনটাইন্স ডে মানেই একটা অঙ্গীকার একটা শপথ সেই শপথ চলে সাত দিন ধরে। সেই ভালোবাসা রেশ থাকে সারা বছর। রোজ ডে-৭ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহের প্রথম দিনটি রোজ ডে হিসেবে পালিত হয়। লাল গোলাপ ভালোবাসা প্রকশের সবচেয়ে শুদ্ধতম প্রতীক। তাজা লাল গোলাপের তোড়া দিয়ে প্রেম প্রকাশ করার চেয়ে সুন্দর ও রোমান্টিক আর কিছু নেই। গোলাপ একাত্মতা এবং আবেগ বহন করে। তাইতো লাল গোলাপ সবার কাছে ভালবাসা নিয়ে আসে। ৮ ফেব্রুয়ারি প্রেম প্রস্তাবের দিন অর্থাৎ প্রপোজ ডে হিসাবে উদযাপিত হয়। এই দিনটি পছন্দের মানুষকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো সুযোগ হতে পারে। এই দিনটি প্রতিশ্রুতি দেয় এবং একত্রিত করে। ৯ ফেব্রুয়ারি, চকলেট দিবস পালিত হয় প্রিয়জনকে চকলেট বার বা তাদের একটি চকলেট বক্স দেওয়ার মাধ্যমে। অনুভূতি প্রকাশের জন্য প্রিয়জনের পছন্দের চকলেট উপহার দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। যেন প্রেম বলে আমাদের ভালোবাসা যেন চকলেটের মতোই মিষ্টি থাকে। টেডি ডে-১০ ফেব্রুয়ারি, টেডি বিয়ার এমন একটি জিনিস যা মুখে হাসি নিয়ে আসে। বিশেষত যখন সেটা প্রেমিক উপহার দেয়। টেডি উপহার দিলে ভালোবাসার মানুষ যত্নবান বোধ করে। এটি শৈশব স্মৃতিরও প্রতীক। প্রমিজ ডে ১১ ফেব্রুয়ারি, প্রমিজ ডে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির গুরুত্বকে জোর দেয়। একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া, নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস এবং বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলার দিন এটি। সঙ্গীকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা যেকোনো মূল্যে রাখার চেষ্টা করতে হয়। এতে সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যেকোনো সম্পর্কের জন্যই ক্ষতিকর। হাগ ডে ১২ ফেব্রুয়ারি, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আলিঙ্গনের দিন এটি। বন্ধু, পরিবার বা রোমান্টিক সঙ্গীর সঙ্গে আলিঙ্গনের মাধ্যমে যে অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব, অনেক সময় কথার মাধ্যমে সে অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিস ডে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ভালোবাসা দিবসের ঠিক আগের দিনটি হচ্ছে সঙ্গীকে চুমু খাওয়ার দিন। ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের উপলক্ষ এটি। ভালোবাসার সম্পর্ক বিশ্বাসের তার মান্যতা দিতেই এই দিনের বিবেচনা। ভ্যালেন্টাইনস ডে ১৪ ফেব্রুয়ারি, সপ্তাহের শেষ দিনটি হচ্ছে বহুল প্রতিক্ষীত ভ্যালেন্টাইনস ডে বা ভালোবাসা দিবস। আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রেমিক-প্রেমিকা ও দম্পতিরা এই বিশেষ দিনে তাদের ভালোবাসা উদযাপন করেন। ভালোবাসা উদযাপনের আসলে কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখ নেই। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে প্রতিটি দিনই উদযাপনযোগ্য। তবুও বিশেষ দিবসে বিশেষ মানুষের জন্য বিশেষ কিছু করার আলাদা তাৎপর্য তো আছেই। তাই বিশেষ দিনগুলো বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। এতে সম্পর্কের গতিশীলতা বাড়বে, নিজেদের সম্পর্কের বন্ধনও আরও দৃঢ় হবে। ভ্যালেন্টাইনস ডে লাল রঙের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আসলে লাল রংকে বলা হয় ভালোবাসার প্রতীক। এ কারণে এই বিশেষ দিনে সবাই লালরং কে প্রাধান্য দেয়। বিশেষ করে প্রেমিকেরা লাল রঙের পোশাক পরে এই দিনটিকে বিশেষ করে তোলেন। বর্তমান যুগে স্বার্থসংঘাতের কিস্তিমাত করতে পারলেও ভালোবাসার সঙ্গে আপোষ করা যায় না। মানুষ ভালোবাসতে চায়, ভালো রাখতে চায়, ভালো থাকতে চায়। আর মানুষ যতদিন ভালো থাকতে চাইবে, পৃথিবীতে ভালোবাসা থাকবে অমলিন। ক্লডিয়াস, একজন রোমান সম্রাট। যিনি বিশ্বাস করতেন যে, অবিবাহিত সৈন্যরা বিবাহিতদের চেয়ে বেশি দক্ষ, তাই তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি একটি আইন তৈরি করেন যাতে বলা ছিল, সেনাবাহিনীতে চাকরি করা যুবকেরা বিয়ে করতে পারবেনা। ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইন যখন এই আইন সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই আইনটি অন্যায়। তাই যে সকল সৈন্যরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান তাদের জন্য গোপনে বিবাহের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি অন্যান্য লোকেদের মধ্যেও ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে প্রচার শুরু করেন। কিন্তু, খুব তাড়াতাড়িই দ্বিতীয় ক্লডিয়াস সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের এই কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার আদেশ দেন। যিনি প্রেমের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগকে স্বীকার করেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করা হয়। ভালোবাসায় মুড়ে এই ভাবে জেগে থাকে ভালোবাসার কথা। যে কথা ফুরোয় না, যে কথা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে সৃষ্টি করে এক নিবিড় বন্ধুত্বকে। যে বন্ধুত্ব এক বন্ধনের যাকে বিপদের সময় সব থেকে কাছে পাওয়া যায়। সেই বন্ধুত্বের কোন স্বার্থ নেই। আকাশের যেমন অসীম তেমনি ভালোবাসাও অসীম। প্রকৃত ভালোবাসা তাই এক আকাশ। আকাশের সেই অসীম শুন্যতায় মেঘ কথার দীপ জ্বেলে যায় ভালোবাসা। এক অনামি কবি তার ভালোবাসার জন্য লেখে, 'মেঘের দেশ হয়ে তুমি আসো আমার কাছে রোজ / তুমি আমার লেখার কথায় যেমনটি / আবার মুঠোফোনের ওপরে তেমন তুমি খুনসুটি / জগড়া করি তোমার সাথে, বকি ঝকি রাগ করি / আবার একটু না কথা বলতে পারলে কান্না জুড়ি / তুমি যখন আল্লাদি পনা করে বাড়ির কাছে এসে বলো আসি / সত্যি বলছি আমার ইচ্ছা হয় ছুট্টে গিয়ে জড়িয়ে ধরে / আকাশের দিকে দুই হাত তুলে চিৎকার করি, মেঘ কথা ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি।

সরস্বতী পুজো এবং ভ্যালেন্টাইন ডে

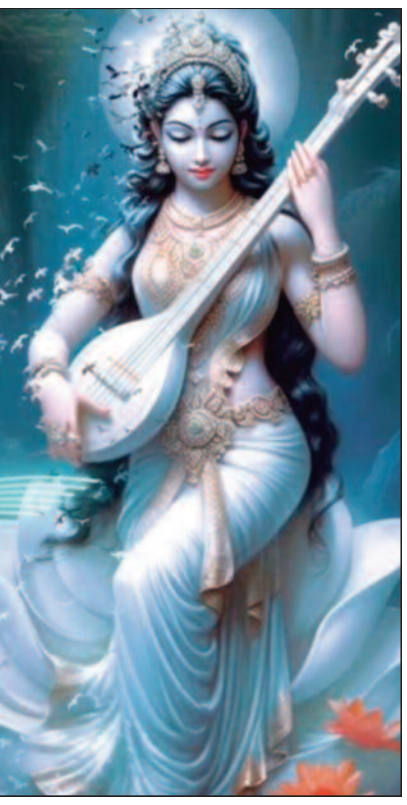

সুবল সরদার

বসন্ত পঞ্চমীতে সরস্বতী পুজো। শীতের অবসান বসন্তের আবহে সরস্বতী পুজোর আরাধনা। ঋতু কাল পরিবর্তনের ছাপ পড়ে এসময়ে। এতো কাল ভুলে প্রেমের অবগাহন। একটা মাদকতা সৃষ্টি করে মনে। ছাত্র ছাত্রীদের কাছে একটা বিশেষ দিন বলে মনে করে। প্রমিস করে ওই দিন তাদের দেখা হবেই হবে। পুস্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় একটুখানি দৃষ্টি বিনিময়! সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকে স্মৃতি গর্ভে । সারা জীবন ধরে স্বপ্ন দেখা। সারা জীবন ধরে পথ চলা। এমন সৃষ্টি সুন্দর রোমান্টিক দিন রোম্যান্স ভরপুর হয়ে ওঠে মনে। তারা নান্দনিকতায় নুতন নতুন পোষাক পরে সেজে ওঠে পরস্পরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তাই অনেকে সরস্বতী পুজোকে প্রেম দিবস বলে মনে করে।

অবশ্য বিদেশে প্রেম দিবসের চল আছে। ওইদিনকে আমরাও ভ্যালেন্টাইন ডে বলে পালন করি।

ভ্যালেন্টাইন ডে কি? St.Vsletine Day — a greeting or a gift often sent anonymously to a person on Valentineós day as a token of love. অর্থাৎ সন্ত ভ্যালেন্টাইন দিবসে প্রেমের স্মারক রূপে প্রেম পত্র বা উপহার। প্রেম এসেছিল একদিন চুপিচুপি। সেই গোপন কথা আর গোপন থাকে না। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সেই প্রেমের বিজয় রথ। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে সারা বিশ্ব এক হয়ে ওঠে প্রেমের টানে। দোলে ওঠে আমাদের বঙ্গ।

প্রেমের বাণী অঙ্গীকারে পরিনত হয় বসন্ত পঞ্চমীর সকালে, সরস্বতীর পুজোর দিন। এতো সুন্দর তিথি ক্ষণ কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। প্রেম - পুজো দুই হয়।

অবশ্য প্রেম ও পুজো। তাই রবি ঠাকুর বলেছেন -'দেবতারে প্রিয় করি ,প্রিয়েরে দেবতা!' গ্রীকদের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী আছে অ্যাফ্রোডাইট । রোমানদের প্রেমের দেবী ভেনাস আছে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লিখেছেন - এ্যাডোনাস এবং ভেনাস। বিরহ কাব্য। অভিশাপে এ্যাডোনাসের অকাল মৃত্যু। বিরহ শোকে চির বিরহী হয়ে ওঠে ভেনাস। আসলে বিদেশে পৌরাণিক মাইথোলজিতে অনেক প্রেমের দেবী আছে। আমাদের তেমন কোন প্রেমের দেবী নেই , যদিও প্রেমের দেবতা আছে মদন দেব বা প্রজাপতি বলে জানি। তাই প্রজাপতি গায়ে বসলে লগ্ন বয়ে আনে বলে মনে পুলকিত হয়ে ওঠে। বিয়ের সম্ভবনা দেখা দেয় বলে অনেকে বিশ্বাস করে। আমরা ভ্যালেন্টাইন ডে কে প্রেম দিবস হিসেবে পালন করি। তাৎপর্য ভাবে এ বছর ১৪ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজো এবং ভ্যালেন্টাই ডে একই সঙ্গে পালিত হবে। কিন্তু সরস্বতী পুজোকে জ্ঞান, বিদ্যার দেবী এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্য-প্রেম দিবস হিসাবে পালন করলে আরো ভালো হয়। বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণ বন্ধ হয়। আমাদের বিদ্যার দেবী ও প্রেমের দেবী হয়ে উঠতে পারে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এখন বসন্ত পঞ্চমীতে মেতে উঠুক সরস্বতী পুজোয়। ছাত্র ছাত্রীরা রাজনৈতিক হানাহানি ভুলে গিয়ে প্রেম পূজারী হয়ে এখন থেকে জ্ঞান- বিদ্যার সঙ্গে প্রেমের পুজো করুক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র।

অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অন্যায় করে পার পাওয়া যাবে না, দলীয় কর্মীদের বার্তা তৃণমূল নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তম সর্দার যখন দল বিরোধী কাজের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড হতে পারেন, তাহলে দলের যে কেউ সাসপেন্ড হতে পারেন। মঙ্গলবার শেখ শাজাহান, শিবপ্রসাদ হাজরার গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে জল্পনা উস্কে দিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, 'মানুষের ওপর অত্যাচার করলে যে তাঁর প্রমাণিত হয় তবে শুধু সন্দেশখালি নয় রাজ্যের যে কোনও জায়গার তৃণমূল নেতা কর্মীরা সাসপেন্ড হতে পারে।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও কয়েকটি সংবাদমাধ্যম সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করতে চাইছে। তারা সেখানকার উত্তাপ বাড়াতে চাইছে, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে সন্দেশখালির উত্তাপ প্রশমিত করতে। তার জন্য জেলা পরিষদের সদস্য উত্তম সর্দারকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। মানুষের ওপর অত্যাচার করলে তৃণমূল কংগ্রেসে কোনও ঠাঁই হবে না তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।' মঙ্গলবার বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে মাঠ সংক্রান্ত পুনর্গঠন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। ওই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষও।

এদিন বিকেলে কালীনগরে যান রথীন ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী-সহ দলীয় অন্যান্য নেতারাও। সেখানেই সভা হয়। নারায়ণ গোস্বামী অশান্তির দায় সিপিএম ও বিজেপির দিকে চাপিয়ে দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে দলের তরফে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে।

আগামী ১৮ তারিখ আরও একটি প্রতিনিধি দল সন্দেশখালিতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা, অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান তাঁরা।

এদিন সন্দেশখালি কাণ্ডে প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের মুক্তির দাবিতে বারাসাত থানায় আইন অমান্য কর্মসূচি করে বামেরা। তারা উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশকে অমান্য করে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে। বিক্ষোভ আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যে অভিযোগে সিপিএম নেতা নিরাপদ সর্দার, বিজেপি নেতা বিকাশ সিং ও উত্তম নেতা ও সর্দারকে গ্রেপ্তার করা হয়। অথচ বিকাশ সিং ও উত্তম সর্দার জামিন পেয়ে যায়। এর থেকেই বোঝাযায় তৃণমূল বিজেপি গাটছাড়া বেঁধে রাজনৈতিক খেলা খেলছে। অন্য দিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে পুলিশি বাধা আটকাতে হৃদয়পুর থেকে ট্রেনে বসিরহাটে যান। সেখানেই পুলিশ তাকে আটকে দেয়। একগুচ্ছ সন্দেশখালি নিয়ে উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা।

হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে মহা কুম্ভ স্নান উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষ এবং বিদেশ থেকেও সাধুসন্তগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। ৭০৩ বছরে পড়ল এই শাহ স্নান। উপস্থিত ছিলেন কাশী বিশ্বনাথের প্রধান শঙ্করাচার্য, জুনা আখড়ার প্রধান শংকরাচার্য মহামিলন মঠের প্রধান বেশি বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ, গৌড় মহারাজ এবং নাগা সম্প্রদায়ের সাধুগুণ প্রথমে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ত্রিবেণীর বেশ কিছু এলাকা পরিদর্শন করা হয় তারপর সপ্তর্ষি ঘাটে এসে সাধুগণ শাহী স্নান সারেন। ছবি: রতন বোস

আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যজুড়ে মঙ্গলবার একগুচ্ছ দাবি তুলে পথে নেমে আন্দোলন করেন আশা ও আইসিডিএস কর্মীরা। সেই মতো আরামবাগে আশা ও আইসিডিএস কর্মীরা শহরজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করলেন। এদিন দুপুরে জুবিলি পার্ক ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়। শহর ঘুরে বিদ্যাসাগর বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। মিছিল থেকে তিরিশজন আশা, স্কিম ওয়ার্কার, আইসিডিএস ও পুর স্বাস্থ্যকর্মীর জেলমুক্তির দাবি তোলা হয়। এছাড়াও সংগঠনের সদস্যরা চাকরির স্থায়ীকরণ, ন্যূনতম ৩৫ হাজার টাকা বেতন, বছরে তিন শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির সুবিধা সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ খোলেন।

আইসিডিএস কর্মী মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'গত সোমবার বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আমাদের সংগঠনের সদস্যরা কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আইসিডিএস ও অনান্য সংগঠনের ৩০ জন কর্মীকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে আমাদের সংগঠন এদিন রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল ও ধর্মঘটের ডাক দেয়। আরামবাগ মহকুমার আশা ও আইসিডিএস কর্মীরাও এদিন প্রতিবাদে মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। দাবিদাওয়ার পূরণে বিষয়টি নিয়ে এদিনও আমরা সোচ্চার হয়েছি। তিরিশজনের মুক্তির খবর আসতেই পথ অবরোধ কর্মসূচি তুলে নেওয়া হয়।'

হুগলির ব্যাংক-পোস্ট অফিসে লিংক ফেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবার হুগলি জেলার বেশ কিছু ব্যাংক ও সমস্ত পোস্ট অফিসে লিংক না থাকায় গ্রাহকদের মাথায় হাত। মঙ্গলবার সকাল থেকে ব্যাংকে গ্রাহকদের লাইন পড়ে যায়। বিশেষ করে টাকা তুলতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন লাইনে থাকতে থাকতে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের দাবি, জেলার সর্বত্র সব পোস্ট অফিসের একই অবস্থা লিংক ফেল, তাঁরা বারবার ফোন করছেন। কলকাতা অফিসে তাঁরা যা খবর পেয়েছেন বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের কলকাতা অফিসে কিছু গোলযোগ হওয়ার জন্য এই অবস্থা। ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। পোস্ট অফিস থেকে জানা গেল প্রায় লিংক ফেল হচ্ছে।

নিউ আলিপুর শাখা
৩৫/৭, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ

সংশোধনী

১২.০১.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে **প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট দখল বিজ্ঞপ্তিতে** দখলের তারিখটি ০৮.০১.২০২৪ এর পরিবর্তে **১০.০১.২০২৪** হিসাবে পড়তে হবে।
বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ব্ল্যাক পার্ল এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ
CIN - U51909WB1995PTC067273
নিবন্ধিত অফিস- ২/৫, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৯ ফোন- ০৩৩ ৪০৭৩ ২১২৫
ইমেল- online.jpamnl@gmail.com

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানোর জন্য যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা ব্ল্যাক পার্ল এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ (CIN - U51909WB1995PTC067273) এর বিয়ারিং রেজিস্ট্রেশন নং B.০৫.০৩৯৬৯ নিবন্ধনের শংসাপত্র আমাদের অফিসের কর্মীদের মাধ্যমে ২/৫, সেবক বৈদ্য স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৯-এ কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে যাওয়ার সময় হারিয়ে গেছে এবং কোম্পানির যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা এতদ্বারা অনুরোধ করছি যে কেউ নিবন্ধনের শংসাপত্রটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে অপব্যবহার না করার জন্য এবং অনুগ্রহ করে এটি কোম্পানিকে ফেরত দিতে 'মেসার্স ব্ল্যাক পার্ল এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ', ২/৫, সেবক বৈদ্য স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এর নিবন্ধিত অফিসে। আমরা অনুসন্ধানকারীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে সার্টিফিকেটের অবস্থান সম্পর্কিত যেকোন তথ্য গোপন রাখা হবে। কোম্পানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে রেজিস্ট্রেশনের একটি ডুপ্লিকেট শংসাপত্র পাওয়ার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। কোনো অসুবিধার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী এবং আমাদের ক্লায়েন্ট এবং স্টেকহোল্ডারদের আশ্বাস দিচ্ছি যে এর জন্য মানসম্পন্ন পরিষেবা প্রদান চালিয়ে যাওয়ার আমাদের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে না।

Agriculture Research Development Corporation

Our Organisation is working to provide agriculture service to financially weak educated, uneducated, unemployed youths, Krishi Sahayak Service Centre to start the business.
Our Organisation seeking application from the bonafide candidates for the following posts:

1) Panchayat Co-Ordinator
174 Posts, Qualification: Madhyamik Pass, **Salary:** upto Rs. 15,000/-.

2) Block Co-Ordinator
128 Posts, Qualification - H.S. Pass, **Salary** - Upto Rs. 22,000/-,

3) District Co-Ordinator
18 Posts, Qualification: Graduate + 1 year experience in same field. **Salary** - Upto Rs. 30,000/-.

Apply within 29th February, 2024 to our Website: www.ardcindia.in and also in e-mail:info@ardcindia.in.

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এর কাছে, যে রাধাকৃষ্ণ প্রজেক্টস এলএলপিএ লিমিটেড কোম্পানি এক্ট ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ:-
- ব্যবসায়িক খনি এবং খনিজ অনুধাবন করা।
- উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, উন্নতি, ট্রায়াল, সংরক্ষণ, মিশ্রন বা অন্যথায় সব ধরণের খনিজ, তাদের যৌগ, পণ্য দ্বারা, উদ্ভূত।
- জমি, শিল্প কমপ্লেক্স, বাড়ি ভবন, খামার, বাড়ি, কৃষি জমি এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির প্রমোট, ক্রয়, অধিগ্রহণ, বিক্রয়, ইজারা, বিনিময়, ভাড়া, রিলিলে দেওয়া, বন্ধক বা অন্যথায় নিষ্পত্তি করা।

৩. খসড়া স্মারকলিপির একটি অনুলিপি এবং প্রস্তাবিত কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের আর্টিকেলগুলি প্রযত্নে রাজীব বসু রায়, বেলমুরি, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩০২-এ অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ- ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪
স্থান-কলকাতা
রাধাকৃষ্ণ প্রজেক্টস এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
বিজয় কোলে
(DPIN : 09461658)
মনোনীত অংশীদার
স্বা/-
রাজীব বসু রায়
(DPIN : 02641212)
মনোনীত অংশীদার
স্বা/-
যশ পাল শর্মা
(DPIN : 09118605)
মনোনীত অংশীদার

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা শাখা (১৭৮৯৯)
৩এ/ ৪৪ এফ, ৪ চতুর্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, তারাতলা, কোল-৭০০০৫৩। ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in
সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

ক্র নং	ঠিকানা ও শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী শ্যামলী রাজভর এবং শ্রী গণেশ রাজভর** ৬২, নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট ও থানা- বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১৩৭ **এছাড়াও এখানে-** হোল্ডিং নং ২৩১/১/বি, ধর্মতলা রোড, চৌরাস্তা আবে ক্লাব এর প্রতী সংঘ পাঠাগারের কাছে, থানা-বজবজ, কলকাতা- ৭০০১৩৭	তফসিল 'সি' অংশ - ১ চার্জের প্রকৃতি- ন্যায়সঙ্গত বন্ধক অংশ-২ স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ বই নং-১, সিডি ভলিউম নং ১৬ পৃষ্ঠা-১১৩৯ থেকে ১১৫৪ বিয়িং নং ২০০৯ সালের ০২৬৬৫, এডিএসআর এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী শ্যামলী রাজভর** উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির প্রথম তফসিল: কমবেশি ৬৪ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো সহ কমবেশি ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৬ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- গড়ভঙ্গ, নানদপুর, পরগনা-বালিয়া, আরএস দাগ নং-৩৩, তৌজি নং-৩৫৩, জেএল নং-৮, আরএস খতিয়ান নং-২০৭২, আরএস দাগ নং-১০২৭, এল.আর. দাগ নং-১৩১৮, বজবজ পৌরসভার ওয়ার্ড নং-১১, থানা- বজবজ, জেলা-২৪ পরগণা (দক্ষিণ) এর সীমার মধ্যে এবং নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: **উত্তরে:** শ্রী প্রবীর দে, শ্রী নির্মল দে ও অন্যান্যদের জমি ও বাড়ি; **দক্ষিণে:** শ্রী নির্মল কুমার দে ও অন্যান্যদের পুকুর, **পূর্ব দিকে:** ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ; **পশ্চিমে:** ড্রেন এবং তারপরে ২ ফুট চওড়া রাস্তা।	সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশের তারিখ ১২/০২/২০২৪ এনপিএর তারিখ ১০/১১/২০২৩	হাউস বিল্ডিং মেয়াদী ঋণ- এ/সি নং- ৩৫৩৩৩৫১২৮৬ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৬৩৩৩৫২০৯৭ (৭,৬৩,৫২১/- (সাত লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশো একুশ টাকা মাত্র) ১২.০২.২০২৪ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধের জন্যও দায়বদ্ধ থাকবেন খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ১৪.০২.২০২৪
স্থান: বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনকমনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	**শ্রী দেবব্রত ভৌমিক, (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** **শাখা- চিংড়িপোতা শাখা**	**১৬.০৯.২০২৩ এবং ০৮.০২.২০২৪**	**১৫,৪১,৫৭৩.০০ টাকা (পনের লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র)** ১৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	**বন্ধকীকৃত পরিসম্পদ-** প্রায় ২ কাঠা ৩ শতক জমির উপর নির্মিত প্রায় ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা, বাংলা গ্রাম, পরগনা- বালিয়া, জেএল নং ৪১, আরএস নং ৫৪, তৌজি নং ৩৪৩, খতিয়ান নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৪৯, ১৭৫০, ১৭৫১, নতুন খতিয়ান নং ৫৫৭১, আরএস দাগ নং ৭৬৭, এলআর. ৬৮৮, হোল্ডিং নং সি২-২৮/৪৩৪, উদয়ন পল্লী লেন, ওয়ার্ড নং ২৬, মহেশতলা পৌরসভা, থানা-মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডিএসআর ২, আলিপুরের অফিসে নিবন্ধিত বাংলা ডিড অফ সেলের মাধ্যমে বই নং ১, ভলিউম নং ১৬০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫০৫০১ থেকে ১৫০৫২৪, বিয়িং নং ১৬০২০৪৪১০ সাল- ২০১৮, সম্পত্তিটি শ্রী দেবব্রত ভৌমিকের নামে আছে। **সীমানা-** উত্তর- গোপাল দাসের জমি ও বাড়ি, দক্ষিণ- ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের জমি ও বাড়ি, পূর্ব- গোপাল দাসের জমি ও বাড়ি, পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া উদয়ন পল্লী রোড।
২	**সেখ রফিকুল ইসলাম** পিতা- সেখ ফিরোজ আলী **(ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং ফারহা খাতুন** স্বামী- সেখ রফিকুল ইসলাম **(জামিনদার/বন্ধকদাতা)** **ঠিকানা-** ৯, ডঃ এম.এন. সরকার রোড, পোস্ট ও থানা , বজবজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭ এবং ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩য় তল, ৫২৪ এম.জি. রোড বজবজ, জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৭ **শাখা- নিশ্চিন্তপুর শাখা**	**১৯.০৯.২০২৩ এবং ০৮.০২.২০২৪**	**১২,৯৬,৫৬৪.০০ টাকা (বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো চৌষট্টি টাকা মাত্র)** ১৮.০৯.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	**বন্ধকীকৃত পরিসম্পদ-** কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট পরিমাপের বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত এখন ফ্ল্যাট (ভিট্রিফাইড টাইলস) নং ২এ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মধ্যে আছে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা উক্ত গ্রাউন্ড প্লাস চারতলা আবাসিক বিল্ডিং এর তৃতীয় তলার দক্ষিণ- পূর্ব দিকে যা কমবেশি ৬ কাঠা ০ ছটাক ২৭ বর্গফুট জমিতে নির্মিত, মৌজা - গুরভুক্ত নন্দনপুর, জেএল নং ৮, পরগনা - বালিয়া, আরএস নং ৩৩ তৌজি নং ৩৫৩ এর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ৮২৭ এর অধীনে আরএস দাগ নং ৮৮০ এবং এলআর দাগ নং ১১৩৩ এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৪ অধীনে বজবজ পৌরসভা ওয়ার্ড নং ২ এর সীমার মধ্যে হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৫২৪, এম.জি. রোড, থানা-বজবজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১২.০৩.২০১৯ তারিখে ডিড অফ কনভেয়েন্সের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছে ডি.এস. আর ৫ আলিপুর অফিসে নিবন্ধিত এবং বুক- ১, ভলিউম ১৬৩০-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৪৮৭- ২৪৫২৩ দলিল নং ২০১৯ সালের ১৬৩০০০৬৩১ । সীমানা- উত্তর- লাই বিহারী শ'-এর জমি, দক্ষিণ- এম.জি. রোড, পূর্ব- দেনা ব্যাঙ্ক, পশ্চিম- ১০ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ।

তারিখ- ০৮.০২.২০২৪
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিস্টার্ড অফিস : ''ঝিল মিল'' সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের খসড়া বিবৃতি

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৭৫৫.৭৯	৬১০১.১৪	১৮৭৬.৩৯	১৭৫৫.৭৯	৬১০১.১৪	১৮৭৬.৩৯
২.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৪৮০.৭৩	২৩৯৫.২৭	৬৮৭.৬৪	৫৮৩.৫১	২৭২৪.৪২	৭৯০.৭৩
৩.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪৮০.৭৩	২৩৯৫.২৭	৬৮৭.৬৪	৫৮৩.৫১	২৭২৪.৪২	৭৯০.৭৩
৪.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩৪১.৩৬	১৭২৭.৭৪	৫৫৮.৭৮	৪২০.৬২	১৯৮১.৫৮	৫২৮.০০
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	৩০০.৭৭	১৬০৯.৬১	৫৭২.৮৫	৪৬৩.২০	২০৭৪.৩৮	৫৫৬.১৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১ টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিতমতো	৫৫৭৮.৭৩ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	৫৫৭৮.৭৩ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	৪০২৭.১২ ৩১.০৩.২০২২ তারিখে	৭০৪৫.৩২ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	৭০৪৫.৩২ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	৫২৩১.৩২ ৩১.০৩.২০২২ তারিখে
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য (ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি) - মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	০.৭৩	৩.৬৯	১.১৯	০.৯০	৪.২৩	১.১৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জেস ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.niccoparks.com) -তে।
২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নথিভুক্ত হয়েছে। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকেরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনাও করেছেন।
৩. ক) পার্কের এফ অ্যান্ড বি এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদজনক কার্যাবলী বদলি মরশুমের উপর নির্ভরশীল
খ) রাইডসের মন্ত্রণা, চুক্তি ও অংশাদি বিক্রি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ যা চুক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।
৪. অর্থবছর ২০২৩-২৪ এর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @ ২০% (০.২০ পয়সা শেয়ার প্রতি) পরিচালন পর্ষদ তার পূর্বোক্ত সভায় অনুমোদন করেছে। এই অতিরিক্ত অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ @ ৫০% (পঞ্চাশ পয়সা শেয়ার প্রতি) এবং ৩০% (ত্রিশ পয়সা শেয়ার প্রতি) ইতিমধ্যে ১৪.০৮.২০২৩ এবং ০৯.১১.২০২৩ তারিখে অনুমোদিত এবং এর পরে ২০২৩-২০২৪ এর সাথে সম্পর্কিত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
৫. ২৩.০২.১৯৯০ তারিখের জয়েন্ট সেক্টর এগ্রিমেন্ট (''জেএসএ'') অনুসারে দ্য ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড নামে পরিচিত - এনসিএল লিকুইডেশনের অধীনে), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিটিডিসি) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিআইডিসি) এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, কোম্পানির জমি যেটিতে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং এফএন্ডবি এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কোম্পানিকে ৩৩ বছরের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে আরও দুটি মেয়াদের জন্য পুনর্নবীকরণ ধারা শর্ত সহ। এনসিএল-এর বিরুদ্ধে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে, তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে, এতে উল্লেখিত জেএসএ অকার্যকর এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গভর্নর এবং কোম্পানির মধ্যে ৫.০৭.১৯৯১ তারিখের চুক্তির মাধ্যমে ৩৩ বছরের ইজারার প্রথম মেয়াদ ২৮.০২.২০২৩ -এ শেষ হয়েছে যা সেই তারিখ থেকে পুনর্নবীকরণের জন্য রয়েছে। তদনুসারে, যথাসময়ে এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত চুক্তিগুলিকে আনুষ্ঠানিক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইজারা চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সাথে ১১.১০.২০২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা হয়েছে, যা এই তারিখ পর্যন্ত কার্যকর করার জন্য মুলতুবি রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দ্বারা বলা হয়েছে, এটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এর মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মুলতুবি ফলাফল, অপারেশন এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিকে চলমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উদ্বেগের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আর্থিক বিবৃতি তৈরি করা অব্যাহত রয়েছে।
৬. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে
স্বা/-
রাজেশ রায়সিংহানী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও
(DIN : 07137479)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India
আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, টেলিফোন-০৩৪৩-২৫৪৬১২২

লীজে প্রেমিসেস প্রয়োজন

ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ ১২০০ বর্গফুট পরিমাপের কার্পেট এলাকায় সমন্বিত সু-নির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস প্রয়োজন পাওয়ায়, ব্লক-কেতুগ্রাম ১, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- তে বিশেষত প্রথমতলায় ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত / নির্মাণাধীন। আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https//www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা ই প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন।

নির্ধারিত ফরম্যাটে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৮/০৩/২০২৪ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত

"প্রযুক্তিগত বিড" এবং "প্রাইস বিড" ফরমার সহ প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন/চুক্তির দুটি আলাদা সিল করা কভারে গৃহীত হবে যা ১. প্রযুক্তিগত বিড ২. প্রাইস বিড সুপারস্ক্রাইব করা। সম্পূর্ণরূপে পূরণকৃত ফর্মটি আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুরের উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে জমা দিতে হবে।
টেকনিক্যাল বিড ০৮.০৩.২০২৪ তারিখে বিকাল ০৫.০০ টা এ উপরোক্ত ঠিকানায় খোলা হবে। দরপত্র খোলার সময় জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারেন। কোন দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর থাকার অনুমতি নেই।
কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন বা সকল বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
ডব্লিউবি প্রিসিসান ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্র নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**ডব্লিউবি প্রিসিসান ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৩.০৮.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U72200WB2006PTC111278
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১বি, পল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০৪
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	০৯.০২.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	০৯.০২.২০২৪ (লিকুইডেটরকে জানানোর তারিখ ১২.০২.২০২৪)
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সুব্রত ঘোষ, রেজি নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-373/ 2021-2022/13799
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	শিবালয়, পি-১৩০, উষা-পার্ক, (উষা খেলার মাঠের নিকট), কলকাতা - ৭০০০৮৪, **subhomusic@gmail.com**
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭, **liquidator.wbpes1090224@gmail.com** **subhomusic@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩.০৩.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কলকাতা বেঞ্চ) নির্দেশ দিয়েছে **ডব্লিউবি প্রিসিসান ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর লিকুইডেশনের তারিখ ০৯.০২.২০২৪ (লিকুইডেটরকে জানানোর তারিখ ১২.০২.২০২৪)।
ডব্লিউবি প্রিসিসান ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৩.০৩.২০২৪** তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর :
সুব্রত ঘোষ
রেজি নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-373/2021-2022/13799
তারিখ : ১৪.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India
দুর্গাপুর প্রধান শাখা, হিরো মোটরের উপরে, বেনাচিতি, নাচন রোড, দুর্গাপুর- ৭১৩২১৩ (পঃবঃ) টেলিফোন-: ০৩৪৩-২৫৮৩৯৮৫, মো. নং-৭৬০২০৮২২২৩, ই-মেইল: ubin0541761@unionbankofindia.bank

পাবলিক নোটিশ
বিষয়: লকারের ব্রেক ওপেন

১.	**১. লকার নং ওএ-১৫৫**	লকার হোল্ডারের নাম সুস্মিতা দাস এবং শ্রী সুমনব্রত দাস, ভিরিঙ্গি আবাগান, দুর্গাপুর-১৩
২.	**২. লকার নং ওএ-৯০**	লকার হোল্ডারের নাম শ্রী বিনয়েন্দ্র অধিকারী এবং সুভাষিস, অধিকারী, অরণ্য পল্লী, শাস্ত্রী এভিনিউ, মুচিপাড়া, পোস্ট- বিধাননগর, দুর্গাপুর-১২
৩.	**৩. লকার নং জিএ-০৫**	লকার হোল্ডারের নাম রজত কুমার রায় চৌধুরী এবং শ্রীমতী রীতা চৌধুরী, ৩এ/২ শরৎপল্লী, দুর্গাপুর-৬ বর্ধমান-৭১৩২০৬
৪.	**৪. লকার নং- ওএ-৪৮**	লকার হোল্ডারের নাম-শ্রী সুকুমার দাস এবং শ্রীমতী তৃপ্তি দাঁ, গ্রাম - অঙ্গদপুর, পোস্ট-দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২২৫
৫.	**৫. লকার নং- ওএ-৭২**	লকার হোল্ডারের নাম- মিস ববিতা মুখার্জি এবং শ্রী স্বরূপ মুখার্জী, গ্রাম উখরা ৫ কালীতলা আড়তপাড়া, বোরপাড়া, উখরা, অন্ডাল, পঃবঃ-৭১৩৩৬৩।

যেহেতু, আপনারা উপরে উল্লিখিত লকার হোল্ডাররা লকার ফি প্রদানে খেলাপি করেছেন এবং ব্যাংকের সাথে নিবন্ধিত ঠিকানায় বিভিন্ন নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও শাখায় যোগাযোগ করেননি। তাই আপনাদেরকে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অবিলম্বে শাখায় যোগাযোগ করার জন্য এবং অবিলম্বে ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে।
যেহেতু, আপনারা বকেয়া পরিশোধ করেননি এবং বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য পরিশ্রমকরে এবং বারবার ফলোআপ করা সত্ত্বেও আপনারা এখনও খেলাপি। ফলস্বরূপ, ভাড়া করা লকারের উপর আপনাদের সমস্ত অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে এবং ব্যাঙ্ক আপনাদেরকে বরাদ্দ করা লকারটি পুনরুদ্ধার করার অধিকারী।
যেহেতু, পুনরুদ্ধারের উল্লিখিত অধিকার প্রয়োগে ব্যাঙ্ক আপনার উল্লিখিত লকারটি দখল করে নিয়েছে এবং **২০.০৫.২০২৪** তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় আপনার মূল্যে এবং ফলাফলে এটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এত দ্বারা আপনাদেরকে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে। (এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে)
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে আপনারা উপরোক্ত খরচগুলি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এবং এর থেকে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিবন্ধগুলির হেফাজত না করলে, ব্যাঙ্ক নিবন্ধগুলি/সম্পত্তিগুলির এমন অংশ বিক্রি করবে যা উপরোক্ত বকেয়াগুলি সন্তুষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। আরও অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে নিলাম বিক্রয়ের পরে অবশিষ্ট নিবন্ধগুলি, যদি থাকে তবে তা বার্ষিক ভাড়ায় নিরাপদ স্থানে রাখা হবে যেটা বর্তমান ভাড়ার দ্বিগুণ তা আপনারা দিতে বাধ্য।
তারিখ: ১৪.০২.২০২৪
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার/অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এর কাছে, যে **ক্লিকটেক কমার্স এলএলপি (এবিজেড- ৭০৬৩)**, একটি এলএলপি কোম্পানি এক্ট ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ-
- অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং গুদাম পরিচালনার মাধ্যমে খুচরা বাণিজ্য, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, ক্রেতা, বিক্রেতা, ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি, সব ধরনের পণ্য, আনুষাঙ্গিক এবং অন্যান্য ভোক্তা পণ্য এবং উপকরণের উপ-এজেন্সি ব্যবসায় জড়িত।
- ব্যবস্থাপনা পরামর্শ পরিষেবা, ব্যবসায়িক সহায়তা, ই-কমার্স, তেল ও গ্যাস, ট্রেডিং, সরবরাহ, নির্মাণ পরিষেবা বা কোনও আনুষঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক পরিষেবা, কোনও সম্পত্তি উপহার দেওয়া বা গ্রহণ করা, যে কোনও সিকিউরিটিজ সহ অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বা স্বত্তার কাছে বা তার কাছ থেকে।
- শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার স্টক বন্ড, দর কষাকষি, ঋণ এবং/অথবা কোনো কোম্পানি, সরকার, পাবলিক বডি বা কর্তৃপক্ষ, পৌর ও স্থানীয় সংস্থার সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ, অর্জন, হোল্ড, আন্ডাররাইট, বিক্রয় বা অন্যথায় ডিল করা ভারত বা বিদেশে। কোম্পানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) থেকে রেজিস্ট্রেশন বা অনুমোদনের প্রয়োজন এমন কোনও কার্যকলাপ (গুলি) অনুসরণ করবে না, আরবিআই থেকে এই ধরনের নিবন্ধন বা অনুমোদন না নিয়ে, যেমনটি প্রয়োজন ।
- গ্রুপ কোম্পানীর পাশাপাশি অন্যান্য কোম্পানীগুলিকে অর্থ, অ্যাকাউন্টিং, ট্যাক্সেশন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বা এই জাতীয় অন্যান্য কাজগুলিকে আনুষঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে মূল বিষয়গুলিতে ভাগ করে পরিষেবা প্রদান করা।

৩. খসড়া স্মারকলিপির একটি অনুলিপি এবং প্রস্তাবিত কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের আর্টিকেলগুলি **১৮, রবীন্দ্র সরণী, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, প্রথমতল, রাধা বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১, ভারত -এ অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।**
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

আবেদনকারী(গণ) এর নাম
তারিখ: ১৩.০২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
১. শ্রী বিনোদ কুমার পোদ্দার
২. শ্রী বদ্রী প্রসাদ সোথালিয়া

গ্রেপ্তার ৪০ আশাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি ও বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আর ভাতা নয়, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা দিয়ে বেতন ঘোষণার দাবিতে ধর্মতলায় আন্দোলন করতে গিয়ে সোমবার গ্রেপ্তার হওয়া ৪০ জন আশাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি ও বেতনের দাবিতে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার জয়পুরে আছড়ে পড়ল আশা কর্মীদের বিক্ষোভ। এদিন জয়পুরে আশাকর্মীরা স্থানীয় বিডিও অফিস, থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখানোর পর জয়পুরের কৃষক বাজারের সামনে বিষ্ণুপুর কোতুলপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন।

আশাকর্মীদের মাসিক সরকারি ভাতা নয়, সরকারী কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের বেতন কাঠামো ঘোষণার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন এ রাজ্যের আশা কর্মীরা। সোমবার সেই দাবিতে শহর তিলোত্তমার ধর্মতলায় আন্দোলন শুরু করেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আশাকর্মীরা। আশাকর্মীদের দাবি, সেখান থেকে পুলিশ অন্যায় ভাবে আশা কর্মী সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা সহ মোট ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই ৪০ জনকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার দাবিতে এদিন সকাল থেকে সোচ্চার হয় পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন।

থানা, বিডিও অফিস, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাঁরা কৃষক বাজার মোড়ের কাছে বিষ্ণুপুর কোতুলপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, আশাকর্মীদের দিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের যাবতীয় কাজ করানো হয়। অথচ তাঁদের না আছে সরকারি কর্মীর মর্যাদা, না আছে বেতনের ব্যবস্থা। সামান্য ভাতার বিনিময়ে দিনের পর দিন তাঁদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই পরিস্থিতির বদল না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন, এমনকি প্রয়োজনে লাগাতার কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারী আশাকর্মীরা।

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN No. U51909WB1980PLC033173
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩; ই-মেল: corp@titagarh.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৩১ ডিসেম্বর, ২০২২	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	৩১ ডিসেম্বর, ২০২২	৩১ মার্চ, ২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪৩	০.৬২	০.৩৭	১.৪৪	০.৯৭	২.০৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-০.৪৬	-১.৮৭	-১.০৯	-২.৬৮	-১.৯৯	-২.০৭
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৪৬	-১.৮৭	-১.০৯	-২.৬৮	-১.৯৯	-২.৯৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৪৬	-১.৮৭	-১.০৯	-২.৬৮	-১.৯৯	-২.৯৬
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-র অন্তর্গত] জন্য মোট ব্যাপক আয়	-০.৪৬	-১.৮৭	-১.০৯	-২.৬৮	-১.৯৯	-২.৯৬
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (*বার্ষিকীকরণ হয়নি)	-০.২৩	-০.৯৩	-০.৫৫	-১.৩৪	-০.৯৯	-১.৪৮

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.cse-india.com)** থেকে পাওয়া যাবে।
(খ) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
মাতলুবুল জামিল মওলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

পেবকো মোটরস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ই-মেল: ro@pebcomotors.com, ওয়েবসাইট : www.pebcomotors.com
CIN : L67120WB1971PLC029802

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.১২.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২	৯ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	৯ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৫,৮৭৬.৯৯	৪,৫৮২.৭২	৫৩৬৯.৩৮	১৪৭০৪.৮৫	১৩,৬৪৬.১৯	১৭,৭৮৫.০৭
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৯৯.৯৫	৯৯.৭৪	১৫৮.৬১	২৬৭.৭৫	৫৬৯.১৩	৬১৩.৮৫
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাপরবর্তী)	৯৯.৯৫	৯৯.৭৪	১৫৮.৬১	২৬৭.৭৫	৫৬৯.১৩	৬১৩.৮৫
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১১.৮৪)	৩০.০৩	১১০.২১	১,৬২	৩৭৪,৫৮	৪২৯.৮৫
৫.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/ক্ষতি সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (কর পরবর্তী)]	২৭৪.৭২	১৭১.৪৪	১৮৬.৫৬	৬৫৩.৭৯	৫৪২.৩০	৫১৬.০৮
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৮,১৮৩.১০	৭,৫৬৬.৯৩	৭,৫৩৮.৫৩
৮.	শেয়ার-পিছু আয় (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) মূল এবং মিশ্রিত (টা.)	২৭.৫৩	১৭.১৮	১৮.৭০	৬৫.৫৩	৫৪.৩৫	৫১.৭২

দ্রষ্টব্য :
১ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য মেসার্স পেবকো মোটরস লিমিটেডের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালন পর্ষদ তাদের ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদন দিয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের ''সীমিত পর্যালোচনা'' বহন করেছে।
২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com-তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
পেবকো মোটরস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
কিষাণ এন. পারিখ
চেয়ারম্যান
DIN : 00453209

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

রিলায়েন্স জুট মিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: **financeho@reliancejute.com** • ওয়েবসাইট: **www.reliancejute.com**

৩১.১২.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৫৮৭৮	২৩৮০৯	৯৯৩৬
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	(২০১)	(১৬৯)	(১৫১)
৩.	সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	(২৪৬)	(২২২)	(১৫১)
৪.	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি)	(২৪৬)	(২২২)	(৬৬৮)
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৯	২৫৯	২৫৯
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	০	৩২	১২৫
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত	(৪১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী)	(৪১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী)	(৩২১৯) (৩১.০৩.২০২২ তারিখ অনুযায়ী)
৮.	সাধারণ শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	(৯.৫০)	(৮.৫৬)	(৫.৮১)

দ্রষ্টব্য:
১) উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliancejute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN:- L27100WB2011PLC161235
রেজিস্টার্ড অফিস: 'কমার্স হাউজ', ২এ, জি. সি. এভিনিউ, কক্ষ নং ১১, ৩য় তল, কলকাতা- ৭০০০১৩, ভারত

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(পরিমাণ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	১.১২.২০২৩ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ	৩১.১২.২০২২ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	15,103.00	568,032.00	207,122.00
২	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী #)	(4,416,172.04)	(10,000,100.04)	(2,148,435.56)
৩	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	(4,416,172.04)	(10,000,100.04)	(2,148,435.56)
৪	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	(4,416,172.04)	(10,000,100.04)	(2,148,435.56)
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	(4,416,172.04)	(10,000,100.04)	(2,148,435.56)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	65,534,050.00	65,534,050.00	65,534,050.00
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ববর্ষের উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত মতো			
৮	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **			
	১. মৌলিক	(0.07)	(0.15)	(0.03)
	২. মিশ্রিত	(0.07)	(0.15)	(0.03)

** বার্ষিকীকৃত নয়
দ্রষ্টব্য : ১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) -এ।
২. বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩১.১২.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের অ-সংশোধিত প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন।

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর পক্ষে
জীতেন্দ্র আগরওয়াল
ডিরেক্টর
DIN: 00737453

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.০২.২০২৪

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN : L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩-৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল-neelachalkolkata@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

পরিশিষ্ট ১১ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩	ডিসেম্বর ৩১, ২০২২	মার্চ ৩১, ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৭.০৫	১৩.৫৮	৫৪.১৩
কর পরবর্তী সাধারণ কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫.১৬	১.২১	১৫.২৮
কর পরবর্তী (বিশেষ দফা পরবর্তী) সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫.১৬	১.২১	১৫.২৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
মজুত (বিগত বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)	০.০০	০.০০	৭১.২০
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) :			
(ক) মৌলিক ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.৬৪	*০.৩৮	*৩.৯৭
(খ) মিশ্রিত ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.৬৪	*০.৩৮	*৩.৯৭

বোর্ডের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L13100WB1978PLC031670
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৪৩-০০২১, ইমেল: chandisteelindustries@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com,

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১৪,৯৩৫.৮৯	১৩,৭১১.৬৪	১২,৩১৩.৮৬	৪২,৬৭৫.৬৫	৩৮,২৯১.৪৬	৪৯,৬৬৩.১৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,৬৫৬.৮৯	২,০৫৫.০৭	৯১৭.৬৭	৬,৭২৪.৬০	৪,০৯২.৪৯	৫,৩৮৩.০৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৬৫৬.৮৯	২,০৫৫.০৭	৯১৭.৬৭	৬,৭২৪.৬০	৪,০৯২.৪৯	৫,৩৮৩.০৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৯৮৫.৩৪	১,৫২১.৯৮	৬৭৯.১৩	৫,০০৫.৮৯	৩,০৪৯.৭৬	৪,০০৪.২৯
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি)(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১,৯৮৫.৩৪	১,৫২১.৯৮	৬৭৯.১৩	৫,০০৫.৮৯	৩,০৪৯.৭৬	৩,৯৯০.২২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,১৬০.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০	১,০৫৩.৫০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৮,৫২০.৬৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মৌলিক (টা.)	৬.২৮	৪.৮২	৬.৪৫	১৫.৮৪	২৮.৯৫	৩৮.০১
	(খ) মিশ্রিত (টা.)	৬.২৮	৪.৮২	৬.৪৫	১৫.৮৪	২৮.৯৫	৩৮.০১

দ্রষ্টব্যঃ-
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে।
২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১২.০২.২০২৪ তারিখের কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত।
৩. পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলি তুলনামূলক করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃগোষ্ঠীভুক্ত/পুনঃসর্জিত করা হয়েছে।

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সুশান্ত সরকার
ডিরেক্টর
DIN : 06449312

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN : L52110WB1985PLC240038
রেজি. অফিস ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ইমেল : ankurmarketing85@gmail.com
ওয়েবসাইট : http://www.ankurmarketing.com/ ফোন : ৯০৫১১৫৩৩৮৫

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড-এএস) সাথে সম্মতিতে গঠিত

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	তিন মাস সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	১২১.৫৪	১১৯.৮৯	১১১.৭৪	৩৫৯.৬৭	৩২৫.৯৫	৪৪০.৫৪
২	লাভ (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা এবং অতিরিক্ত দফাসমূহ কর পূর্ব	৬৭.৪৯	৬১.০৬	৫৪.৫০	১৯০.৪৪	১৫৭.৫৫	২১৫.৬০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৭.৪৯	৬১.০৬	৫৪.৫০	১৯০.৪৪	১৫৭.৫৫	২১৫.৬০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কারবার শুরুর সময় থেকে	৫৫.৩৫	৫২.৪১	৪৫.৮৩	১৫৯.৮৭	১৩৪.৪৯	১৮৫.০৮
৫	লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের	৫৫.৩৫	৫২.৪১	৪৫.৮৩	১৫৯.৮৭	১৩৪.৪৯	১৮৫.০৮
৬	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের	৫৫.৩৫	৫২.৪১	৪৫.৮৩	১৫৯.৮৭	১৩৪.৪৯	১৯০.২০
৭	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ) পূর্ববর্ষের ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী	-	-	-	-	-	৭৬১.২১
৯	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (ইপিএস তিন মাসের বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মূল	১.৮৪	১.৭৫	১.৫৩	৫.৩৩	৪.৪৮	৬.১৭
	(খ) মিশ্র	১.৮৪	১.৭৫	১.৫৩	৫.৩৩	৪.৪৮	৬.১৭

আর্থিক ফলাফল নোট
১ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটররা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনে এমন কোনও পর্যবেক্ষণ নেই যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলবে।
২ উপরের আর্থিক ফলাফল পড়তে হবে পূর্ববর্ষের সংশ্লিষ্ট সময়ের ফলাফলের সহিত।
৩ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একক সেগমেন্ট ব্যবসার মধ্যে পড়ে, পৃথক সেগমেন্ট তথ্য প্রস্তুত করা নেই।
৪ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ৩, ৬৫৫ লক্ষ টাকা (৩১.১২.২০২৩ তারিখে বকেয়া টাকা ৩১৫৯.৬৬ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমীর পক্ষে ব্যাঙ্কে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩১.১২.২০২৩ হিসাবে বকেয়া হল ৯২৫.৮৫ লক্ষ)।
৫ ন্যায্য মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে IND AS অনুযায়ী অন্যান্য ব্যাপক আয়ের (OCI) প্রভাব বছরের শেষে গণনা করা হবে। তাই ত্রৈমাসিক ফলাফলে কোন প্রভাব দেওয়া হয় না। এছাড়াও অন্যান্য ব্যাপক আয়ের ক্ষেত্রে বিলম্বিত করের প্রভাবও বছরের শেষে প্রদান করা হবে।
৬ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://www.ankurmarketing.com পাওয়া যাবে।
৭ পূর্ববর্তী সময়/বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়/বছরের সাথে তুলনীয় করার জন্য পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০১০২১৩৫৯

তারিখ : ১৩.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ইমেল: kkg@hul.net.in ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫-৬৮০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

স্ট্যান্ডঅ্যালোন:

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৭৭১.০৬	৭৩৯.১৩	১৪.৫৯	১,৪৮৪.৬১	৪৭২.১৮	৪৯৮.৬৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৭৭১.০৬	৭৩৯.১৩	১৪.৫৯	১,৪৮৪.৬১	৪৭২.১৮	৩,২৪৫.০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৫৮৬.৪৪	৭৩৯.১৩	(৫৯.৫৩)	১,২৯৯.৯৯	১৫০.৬৯	২,৭৬৭.৪৭
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	৬০৪.৬৭	৭৪১.১০	(৭৬.০৪)	১,৩১৪.৩৫	১৩৩.৪৪	২,৭৬৬.১৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১১,২১৩.৪৮
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি ও অচলতি কার্যাদির জন্য)	৯.৪৭	১১.৯৩	(০.৯৬)	২০.৯৮	২.৪৩	৪৪.৬৭

কনসোলিডেটেড:

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(১.২৮)	(৩৩.২০)	১৪.৫৯	(৬০.০৬)	৮৬.০১	১১২.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	১৩,৯৪৫.৫৪	১,৪১৯.২৮	২,৭৬৭.০৫	১৬,৫৯৮.৬৬	৪,৭৫১.৩৭	১০,৩৪৭.৭১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	১৩,৭৬০.৯২	১,৪১৯.২৮	২,৬৯২.৯৩	১৬,৪১৪.০৪	৪,৪২৯.৮৮	৯,৮৭০.১৩
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	১৪,৪৩৯.২৭	১,২৪৩.৪৮	৩,৪৫৯.১৯	১৭,১১১.৮৩	৪,৩৪৮.৩৬	৯,৫৬৬.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৪২,০০৭.২৪
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি ও অচলতি কার্যাদির জন্য)	২২২.১৩	২২.৯১	৪৩.৪৭	২৬৪.৯৬	৭১.৫১	১৫৯.৩২

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
জি. কে. আগরওয়াল
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: U20219WB1985PLC096557
রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]

(লক্ষ টাকায়)

স্ট্যান্ডঅ্যালোন:

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষের জন্য
		৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮৬.৪২	১৪৬.১৯	১৬১.২৯	৫২৮.১৯	৪৩৭.৭৭	৬৩৬.৫২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৬২.৮৪	৫২.২২	৩২.৩২	১৭০.৪৫	৯৭.৭৪	১১৮.৭৪
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৬২.৮৪	৫২.২২	৩২.৩২	১৭০.৪৫	৯৭.৭৪	১১৮.৭৪
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৪৭.৪৮	৩৯.০৩	২৬.১৩	৮১.৭২	৮৪.৮০	১৪৮.৭০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	৪৭.৪৮	৩৯.০৩	২৬.১৩	৮১.৭২	৮৪.৮০	১৪৮.৭০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮০	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	০.০০	০.০০	০.০০	৫৭১৬.৫৭	৫৩৮৬.১৬	৫৬৩৩.৭৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩০	২.৭১	১.৮১	৫.৬৮	৫.৮৯	১০.৩২
	মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩০	২.৭১	১.৮১	৫.৬৮	৫.৮৯	১০.৩২

কনসোলিডেটেড:

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষের জন্য
		৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮৬.৫৪	১৪৬.৩১	১৬১.৪৫	৫২৮.৫৭	৪৩৮.৩৫	৬৩৭.১৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৬২.৯৬	৫২.৩৪	৩২.৪২	১৭০.৬৭	৯৭.৯৭	১১৮.৯০
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৬২.৯৬	৫২.৩৪	৩২.৪২	১৭০.৬৭	৯৭.৯৭	১১৮.৯০
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৪৭.৬০	১৩.১৯	২৬.২৩	৮১.৯৪	৮৫.০০	১৪৮.৮২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	৪৭.৬০	১৩.১৯	২৬.২৩	৮১.৯৪	৮৫.০০	১৪৮.৮২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	০.০০	০.০০	০.০০	৬০২৫.৪০	৫৩৮৫.৪৩	৫৯৪৩.৫৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩৩	২.৭৪	১.৮২	২.৪১	৫.৯০	১০.৩৪
	মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.৩৩	২.৭৪	১.৮২	২.৪১	৫.৯০	১০.৩৪

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম যা উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।
দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com)-তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- (নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317

স্থান : কানপুর
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

সন্দেশখালির প্রতিবাদ, আইন অমান্য বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সন্দেশখালি কাণ্ড এবং প্রাক্তন বাম বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তারির দাবি, প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে আইন অমান্য কর্মসূচি পালন করল বামপন্থী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি। এদিন বাঁকুড়ার তামলিবাঁধে জমায়েত করেন বামপন্থী ছাত্র, যুব, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের কর্মীরা। সেখান থেকে মিছিল করে বাঁকুড়ার মাচানতলা পরিক্রমা করে বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে হাজির হন বিক্ষোভকারীরা। সেখানে আইন অমান্য করেন বাম কর্মী সমর্থকরা।

শিশুমৃত্যুর দায় নিতে হবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের চেতনাগছ এলাকায় একটি ড্রেনের মাটি কাটার সময় মাটিচাপা পড়ে ৪ জন শিশুর মৃত্যুর হয়েছিল। এই ঘটনায় কর্তব্যরত বি এসএফ-এর দিকে আঙুল তুলল তৃণমূল। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার দাসপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে বিএসএফ তাদের বিরুদ্ধে ওঠা গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালপোখরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি, চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমান, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল-সহ ৬০০ দলীয় সমর্থক ও এলাকার বাসিন্দারা। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের ৫ জন সদস্যর প্রতিনিধি দল বুধবার কলকাতা থেকে চোপড়ায় আসবে। পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে রাজ্যপালকে এই ইস্যুতে চিঠিও দেওয়া হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় সোমবার মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় চার শিশুর। স্থানীয় সূত্রে খবর, সেখানে একটি ড্রেন কাটার কাজ চলছিল। সেই সময়েই আচমকা ধস নেমে মাটি চাপা পড়ে যায় চার শিশু। বিএসএফ জওয়ানরাই বাচ্চাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে চার জনেরই মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এও জানিয়েছেন, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফেই এই ড্রেন কাটার কাজ চলছিল।

যদিও এই ঘটনায় বিএসএফের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ওই ড্রেনের মাটি কাটার কাজ তাদের তরফ থেকে করা হচ্ছিল না। দুর্ঘটনার পর বিএসএফের পক্ষ থেকে উদ্ধারকাজে কোনওরকম গাফিলতি করা হয়নি। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার চেতনাগছ গ্রামে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ছোট নিকাশি নালা ছিল।

তৃণমূলের অভিযোগ রাজ্যপালের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চোপড়ার শিশুমৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে কুণাল ঘোষ, ব্রাত্য বসু, শশী পাঁজা সরব হলেন। এই ইস্যুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে দু-পাতার এক চিঠিও পাঠাল তৃণমূল। এই চিঠিতেই বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। চোপড়ার ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কেন চুপ সেই বিষয়েও জবাবদিহি চাওয়া হয়। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় রাজ্যপাল বৈঠকের জন্য সময় দিয়েছেন তৃণমূলকে।

প্রসঙ্গত,এখানেই শেষ নয়, চোপড়ার ঘটনার মর্মান্তিক পরিণতিকে সামনে রেখে গোটা রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নামতেও চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি, এই ঘটনায় রাজ্যপাল নির্বিকার থাকার বিষয়টি নিয়েও আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজ্যপাল কেরল সফর কাটছাঁট করে সন্দেশখালি ছুটে গিয়েছেন। কিন্তু, রাজ্যপাল চোপড়ার এই ঘটনায় কোনও মন্তব্য না করায়, ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এরপরই এই ঘটনাকে সামনে রেখেই রাজ্যপালকে পাঠানো দু'পাতার চিঠিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করাহয় তৃণমূলের তরফ থেকে। তৃণমূলের বক্তব্য, 'বিএসএফ-এর ড্রেন সম্প্রসারণের কাজের সময়েই চার নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও অনুমতি ছাড়াই বিএসএফ-এর নির্দেশে সেখানে বেআইনিভাবে মাটি খুঁড়ে ড্রেন গভীর করা হচ্ছিল।'

পঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) | Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

সল্ট লেক শাখা, বিজে ১১১, সল্টলেক সেক্টর ২, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
ফোন নং - ০৩৩-২৩৩৪৫৯৯০, ইমেল- c0620@psb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** সল্ট লেক শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১০.১০.২০২৩** তারিখের একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - শ্রী গুরুপদ ঘোষ,** পিতা- শ্রী বৈদ্যনাথ ঘোষ এবং **শ্রীমতী কাকলি ঘোষ,** স্বামী- শ্রী গুরুপদ ঘোষ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **১০,৬৯,০২১.৬৯ টাকা** (দশ লক্ষ ঊনসত্তর হাজার একুশ টাকা ঊনসত্তর পয়সা মাত্র) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উল্লিখিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩ এর সাব -সেকশন(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **১০,৬৯,০২১.৬৯ টাকা** (দশ লক্ষ ঊনসত্তর হাজার একুশ টাকা ঊনসত্তর পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ - আবাসিক সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং এফ১ বিল্ডিং এর প্রথম ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত যার অবস্থান- মৌজা - সিঁথি, দাগ নং ১৫৯, ১৬০, ১৬১ এবং ১৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৬৩, ৫৬৪ এবং ৫৬৬ মৌজা সিঁথির অধীনে, প্রেমিসেস নং- ১২/১/১০, মন্ডল পাড়া লেন, থানা - বরানগর, বরানগর পৌরসভার অধীনে ২০ নং ওয়ার্ড, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৯০ শ্রী গুরুপদ ঘোষের নামে।

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির স্বত্ব দলিলের বিবরণ- ১৪.১১.২০১৪ তারিখে অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, কাকসিপুরের অফিসে নিবন্ধিত ডিড অফ কনভেয়েন্স, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ২৯, পৃষ্ঠা ২৭০০ থেকে ২৭৩০ পর্যন্ত তে নথিভুক্ত / অন্তর্ভুক্ত, বিয়িং নং ২০১৪ সালের ১১৫৮৩।

চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- ১২/১/৯, মণ্ডল পাড়া লেন, দক্ষিণে- ১২/১/১১, মণ্ডল পাড়া লেন, পূর্বে- পুকুর, পশ্চিমে- ১৬ ফুট চওড়া প্রধান সড়ক দ্বারা।

তারিখ - ০৮.০২.২০২৪ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা | পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

QUOTATION NOTICE

Quotation Notice No: 05/EO/NAKASHIPARA/2023-24. Quotation are invited by the Executive Officer Nakashipara Panchayat Samity, Bethuadahari, Nadia. For installation of High mast solar light, repairing of High mast light & Sajaldhara etc at different places under Nakashipara Panchayat Samity.Bid submission clossing date (online): 20/02/2024 upto 2 PM. For more details please contact to the Office.

Sd/- S. Dutta.
Executive Officer Nakashipara Panchayat Samity, Bethuadahari, Nadia.

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 32/EO/2023-24

E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start-**13/02/2024**, Ends- **28/02/2024.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

BHABTA-1 GRAM PANCHAYAT
(Under Beldanga-I Block)
Vill+P.O-BHABTA * DIST.-MURSHIDABAD (W.B.)

NIeT No -09/15thFC/BHB-I/2023-24 of Memo No:- 25 /15th CFC/BHB-I of Dated:- 13.02.2024. Date of start of purchase of Tender paper: - **15/02/2024 (FROM 10.00 AM)** Last date of dropping: - On or before **27/02/2024 (up to 2.00 PM).** Date of Technical Bid Opening: - **29/02/2024 (2.00 PM)** Site for download:- **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

Sd/- Prodhan
Bhabta-I Gram Panchayat
Vill+post-Bhabta, MS

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ**-এর অধিক্ষেত্রে] নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.ঃ ১। এনআইটি নম্বরঃ ৩০৯_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ** ০৯.০২.২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** বিডিসি জিএল-৭ থেকে জিএল-১১ (এমওয়াইডি ১ থেকে ৫)-এ বৈদ্যুতিকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১৫,২৩,৭৫৩.১৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩০,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** চার (০৪) মাস। **ক্র.নং.ঃ ২। এনআইটি নম্বরঃ ৩১০_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৯.০২.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** আরপিএফ পোস্ট বিইএসওয়াই ও এলএলএইচ-এর ৭৫ বেডের আরপিএফ ব্যারাকের জন্য পুরাতন ও জীর্ণ ব্যারাকের থাকার ব্যবস্থার পরিবর্তন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৯০,৪৬,৫৭৯.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৪৫,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের তারিখ। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থ প্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-491/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

---

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)

ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for Construction of Boundary wall (NIT No.-12) & Concrete Road (NIT-13). The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are Rs. 371408.00 602916.75 respectively. The las bid submission date is 21-02-2024 for (NIT-12) & 29-02-2024 for (NIT-13) till 01:00 pm. Visit to our GP Office for details.

Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) vide **NIT No.: 90/KGP/2024 (Sl.- 01 to 08), 91/KGP/2024 (Sl.-01 to 03), Fund: 15th FC (TIED & Untied), Date: 12.02.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **15.02.2024 at 01:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **21.02.2024 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **22.02.2024 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **24.02.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড

রেজি. অফিস : "**সিমপ্লেক্স হাউস", ২৭, শেক্সপিয়র সরিণ, কলকাতা-৭০০ ০১৭**
দূরভাষ : +৯১ ৩৩ ২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৮৯-১৪৬৮
ই-মেল: simplexkolkata@simplexinfra.com, ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com
CIN No. L45209 WB1924PLC004969

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২২,৭৫১	২৫,২৬৮	৩৬,৩৪১	৭৯,৫৮৩	১২১,৮২১	১৫৮,৭৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(১২,২৭৬)	(১,০৮৪)	(২১,০৭০)	(৩৬,৩৭৫)	(৬২,৪৭৯)	(৮৬,০২২)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১২,২৭৬)	(১,০৮৪)	(২১,০৭০)	(৩৬,৩৭৫)	(৬২,৪৭৯)	(৮৬,০২২)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৮,০৮২)	(৭২৪)	(১৩,৭৪৯)	(২৩,৮৭০)	(৪০,৯৫৩)	(৫০,৬২৪)
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(৭,৮৭৫)	(২৩৯)	(১২,৯৩২)	(২৩,৩১৪)	(৩৭,৩১৯)	(৪৮,৩৭২)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-)	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						২৭,৪৭৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	ক) মৌলিক (₹)	(১৪.১৪)*	(১.২৭)*	(২৪.০৬)*	(৪১.৭৭)*	(৭১.৬৭)*	(৮৮.৫৯)
	খ) মিশ্রিত (₹)	(১৪.১৪)*	(১.২৭)*	(২৪.০৬)*	(৪১.৭৭)*	(৭১.৬৭)*	(৮৮.৫৯)

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।

খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২(৪) -তে উল্লেখিত অন্যান্য দফার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-তে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং কোম্পানিরত, আর তা অধিগম্য হবে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -তে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসেরকনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩১,৮৫০	৩১,৮০১	৪২,৬৪২	১০৩,৫৮৭	১৪৮,৩০৪	১৯৬,১৮৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(১২,০২৭)	(১,০৯৭)	(২১,০৭৬)	(৩৬,০৭০)	(৫৮,৯৩৫)	(৮২,৪৫৬)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১২,০২৭)	(১,০৯৭)	(২১,০৭৬)	(৩৬,০৭০)	(৫৮,৯৩৫)	(৮২,৪৫৬)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৭,৮৫৮)	(৭৩১)	(১৩,৭৪৫)	(২৩,৫৯৯)	(৩৭,৪০৯)	(৪৭,০৯৮)
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(৭,৬৪০)	(২৪৬)	(১২,৯১৫)	(২৩,০৪১)	(৩৩,৭৬৫)	(৪৪,৮৯৫)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-)	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						২৮,৯২৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	ক) মৌলিক (₹)	(১৩.৭৯)*	(১.২৭)*	(২৪.০৩)*	(৪১.৩৬)*	(৬৫.৪৬)*	(৮২.৪১)
	খ) মিশ্রিত (₹)	(১৩.৭৯)*	(১.২৭)*	(২৪.০৩)*	(৪১.৩৬)*	(৬৫.৪৬)*	(৮২.৪১)

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।

খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২(৪) -তে উল্লেখিত অন্যান্য দফার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-তে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং কোম্পানিরত, আর তা অধিগম্য হবে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -তে।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড পক্ষে
এস. দত্ত
সম্পূর্ণ-সময়ের ডিরেক্টর এবং সি.এফ.ও.
DIN-00062827

কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

---

5 STAR SUPER COLOUR

Manaksia Steels Limited
STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

5 STAR SUPER SHAKTI

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ লায়নস রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৩,৩৬০.১৭	৫১,৮১৬.১৮	১৫,৫৮৭.৮৫
মোট রাজস্ব	১৩,৭২১.৩৮	৫২,৯৬০.৪২	১৫,৯৩৩.৯৮
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৯৮১.৬০	৪,০৮৭.১৫	৭২৮.৫৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৫০২.৩৭	৩,০৮৮.০৯	৩৮৭.০৫
ব্যতিক্রমী দফা	১৯৩.২৫	১৩৬.৫৬	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬৯৫.৬২	৩,২২৪.৬৫	৩৮৭.০৫
কর ব্যয়	২১৪.৪৮	৮৩৭.০১	১০৩.১৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪৮১.১৪	২,৩৮৭.৬৪	২৮৩.৯১
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(৯৯.৭৫)	২,০৫০.৬৯	৮৭.২২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	০.৭৩	৩.৬৪	০.৪৩
(খ) মিশ্রিত (₹)	০.৭৩	৩.৬৪	০.৪৩

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১,৮৯১.৯৪	৪৭,৮৯৮.৬৫	১২,৯৩৪.৯৫
মোট রাজস্ব	১২,২৫৩.১৫	৪৯,০৪২.৮২	১৩,২৭৯.৬৩
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৮৮৪.৯৩	৩,৬৯৮.৯৮	৫৪৭.৮৬
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৭৭২.৬৬	৩,২৩০.৯৫	৩৫৪.৯৬
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৬১৩.১২	২,৪৯৭.২৬	২৮২.৩৯

দ্রষ্টব্য:

(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

(খ) মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং এর স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেডের সমন্বয়ে একত্রিত আর্থিক ফলাফল। টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেশনের জন্য আবেদন করেছে, আদেশ মুলতুবি, এর জন্য এর প্রভাব দেওয়া হয়নি। লিকুইডেশনের ফলে, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেড মানাকশিয়া স্টিলস লিমিটেডের সরাসরি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি হয়ে উঠবে।

(গ) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একটি একক প্রাথমিক ব্যবসায়িক বিভাগের মধ্যে পড়ে, যেমন, 'ধাতু', সেজন্য ইন্ড এএস ০৮, 'অপারেটিং সেগমেন্টস' এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।

(ঙ) ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসে বিরোধের মীমাংসার কারণে প্রবেশ কর বিধানের বিপরীতে যা আইএনআর ২৮৫.১৫ লক্ষ (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে উভয়তে)।
এছাড়াও, ২০২৩ সালের জুনে, নাইজেরিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক ('সিবিএন') বিভাজন বিলুপ্ত করে নাইজেরিয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে, যেখানে সমস্ত বিভাগ এখন বিনিয়োগকারী এবং রপ্তানিকারকদের ('আইএন্ডই') উইন্ডোতে ভেঙে পড়েছে এবং আইএন্ডই উইন্ডোতে 'উইলিং বায়ার, উইলিং সেলার' মডেলের পুনঃপ্রবর্তন। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন ঘটেছে।
ফলস্বরূপ, ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ সালে শেষ হওয়া নয় মাসে, গ্রুপটি ১৪৮.৫৯ লাখের বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি করেছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য এর প্রভাব নাইজেরিয়াতে অন্তর্ভুক্ত সহায়ক সংস্থাগুলিতে ৯১.৯০ লাখ হয়েছে। অবমূল্যায়নের পরিমাণ বিবেচনা করে, গ্রুপের একত্রিত আর্থিক ফলাফলে উল্লিখিত বিনিময় ক্ষতি একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু, নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের কারণে, গ্রুপটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ শেষ হওয়া নয় মাসের জন্য ১,২০৬.৬১ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অনুবাদের ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে এর প্রভাব ২২১.৩৪ লাখ টাকার বিদেশী মুদ্রার বর্তমান ক্রিয়াকলাপগুলিতে অনুবাদের সাথে সম্পর্কিত গ্রুপের, যা অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(চ) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সমূহের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -এ পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে ও জন্য
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

এবার ভিসা জটিলতায় ভারতে ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে রেহানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবারও ভারতে ঢুকতে গিয়ে ভিসা সমস্যায় পড়ল ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। এবার ঝামেলা হয়েছে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আরেক ক্রিকেটার রেহান আহমেদকে নিয়ে। এর আগে সিরিজ শুরুর আগে দলের সঙ্গে ভারতে যেতে পারেননি শোয়েব বশির। ভিসা সমস্যা মিটিয়ে পরে দলে যোগ দিয়েছিলেন বশির।

বিশাখাপট্টনমে দ্বিতীয় টেস্টের পর ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল আবারও চলে যায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আবুধাবিতে ১০ দিন কাটিয়ে গতকাল ভারতে ফিরেছে দলটি। তৃতীয় টেস্টের ভেন্যু রাজকোটের বিমানবন্দরেই ঝামেলা হয়েছে রেহানকে নিয়ে। ভারতের অভিবাসন কর্মকর্তারা আটকে দিয়েছিলেন তরুণ এই লেগ স্পিনারকে।

ঝামেলাটা হয়েছে রেহানের সিঙ্গেল,এন্ট্রি ভিসা নিয়ে। যারা সিঙ্গেল-এন্ট্রি ভিসা নিয়ে ভারতে যান, তাঁরা ভারত ছাড়ার পর ভিসার মেয়াদ থাকলেও ওই ভিসা নিয়ে আবারও ভারতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাঁদের নতুন করে ভিসা নিতে হয়।

রেহানকে অবশ্য বিমানবন্দরে আটকে রাখেনি অভিবাসন কর্মকর্তারা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুস্তান টাইমসকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, বিশেষ ব্যবস্থায় রেহানকে দলের সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়েছে, 'ইংল্যান্ড দলকে দুই দিনের মধ্যে নতুন করে রেহানের ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে ওই খেলোয়াড় দলের অন্যদের সঙ্গেই ভারতে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছেন। মঙ্গলবার তিনি দলের সঙ্গে অনুশীলনও করবেন।'

আবুধাবি থেকে ভাড়া করা উড়োজাহাজে চড়ে সরাসরি রাজকোটে গিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। রাজকোট বিমানবন্দরে এটাই কোনো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের প্রথম অবতরণ। সে উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে ইমিগ্রেশন কাউন্টার স্থাপন করা হয়। জামনগর থেকে কর্মকর্তাদের নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে। ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে থাকা ৩১ জনের মধ্যে ৩০ জনই কোনো ঝামেলা ছাড়াই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করেন।

এদিকে গতকাল সোমবার ইংল্যান্ডের আরেক খেলোয়াড় ওলি রবিনসন জানান, একদম শেষ মুহূর্তেই ভারতের ভিসা পেয়েছিলেন তিনি। গত মাসে আবুধাবি থেকে হায়দরাবাদের বিমানে ওঠার আগের রাতে রবিনসন জানতে পারেন, কাগজপত্রে ভুলের কারণে তাঁর ভিসা হয়নি। পরের দিন সকালে ভিসা পান রবিনসন।

চ্যাটিং বলস নামের নিজের পডকাস্টে এ ঘটনার কথা জানিয়েছেন রবিনসন, 'ওটা ছিল ইসিবির ভুল। চিঠি বা নামের ভুলের কারণে ভিসা হয়নি। ইসিবির এক কর্মকর্তা বলেন, আমাকে হয়তো আরেকটা রাত আবুধাবিতে থেকে যেতে হবে। সেটি দু-তিন রাতও হতে পারত। ভাগ্য ভালো যে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভালো একটি খবর পেলাম। ওয়েইন জানালেন ভিসা হয়ে গেছে।'

আগামী বৃহস্পতিবার শুরু হবে রাজকোট টেস্ট। পাঁচ ম্যাচ সিরিজে এখন ১-১ সমতা। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে জিতেছে ইংল্যান্ড। বিশাখাপট্টনমে দ্বিতীয় টেস্টটা জিতে সমতায় ফিরিয়েছে ভারত।

চলে গেলেন দেশের দীর্ঘজীবী টেস্ট ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জীবনের ইনিংস থেমে গেল দত্ত গায়কোয়াড়ের। ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজ বরোদায় নিজের বাড়িতে মারা গেছেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে ১১টি টেস্ট খেলা দত্তজিরাও কৃষ্ণরাও গায়কোয়াড় মারা গেলেন ৯৫ বছর ১০৯ দিন বয়সে।

ভারতের হয়ে যাঁরা টেস্ট খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকার রেকর্ডটা দত্ত গায়কোয়াড়েরই। বয়সের যে রেকর্ডে গায়কোয়াড় পেছনে ফেলেছিলেন এমজে গোপালনকে। ১৯৩৪ সালে ভারতের হয়ে একটি টেস্ট খেলা গোপালন ২০০৩ সালে ৯৪ বছর ১৯৮ দিন বয়সে মারা যান। দত্ত গায়কোয়াড় মারা যাওয়ায় পর এখন ভারতের সবচেয়ে বেশি বয়সী জীবিত টেস্ট ক্রিকেটার সিডি গোপিনাথ। দত্ত গায়কোয়াড়ের সতীর্থ ৯৩ বছর বয়সী গোপিনাথ ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে খেলেন ৮টি টেস্ট।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়ের বাবা দত্ত গায়কোয়াড়ের টেস্ট অভিষেক ১৯৫২ সালের ইংল্যান্ড সফরে। এরপর আরও ১০টি টেস্ট খেলা ব্যাটসম্যান ১৯৬১ সালে সর্বশেষ টেস্টটি খেলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে।

১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে পাঁচটি টেস্ট খেলে জাতীয় দল থেকে লম্বা সময়ের জন্য বাদ পড়ে গিয়েছিলেন গায়কোয়াড় সিনিয়র। ছয় বছর পর আরেকটি ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হিসেবেই ফেরেন তিনি। পাঁচ ম্যাচের সেই সিরিজে ধবলধোলাই হয় ভারত। ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হওয়ায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি খেলতে পারেননি দত্ত গায়কোয়াড়।

১১ টেস্টে ১৮.৪২ গড়ে ৩৫০ রান-সাদামাটা টেস্ট ক্যারিয়ারই ছিল তাঁর। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দত্ত গায়কোয়াড়ের ঝলমলে ক্যারিয়ার ছিল। ১৯৫৭-৫৮ মৌসুমে বরোদাকে রঞ্জি ট্রফি জেতানো অধিনায়ক ফাইনালে সার্ভিসেস দলের বিপক্ষে একমাত্র ইনিংসে ১৩২ রান করেন। সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৭টি সেঞ্চুরিতে ৫৭৮৮ রান করেছেন তিনি।

সারা দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার ২২০ রান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে ৪ দিনেই হেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম টেস্টে ছিটেফোঁটা প্রতিরোধ গড়তে না পারলেও ভারপ্রাপ্ত প্রোটিয়া অধিনায়ক নিল ব্র্যান্ড নিজেদের পারফরম্যান্সে খুব বেশি অখুশি ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, পুরো টেস্টে ৬৫ শতাংশ সময় ক্রিকেটাররা ভালো খেলেছেন। হ্যামিল্টন টেস্টের প্রথম দিন শেষে ব্র্যান্ড কী বলবেন? তাঁর দল কতটা প্রতিরোধ গড়তে পেরেছে?

অর্ডার-মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যানরা ভালো করতে না পারলেও প্রথম দিনে দলকে গুটিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যানরা। ৬২ ওভারে ১৫০ রানে ৬ উইকেট খোয়ানোর পর হয়তো নিউজিল্যান্ডের ওপেনাররা ব্যাটিংয়ে নামার জন্য মানসিক প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন।

তবে ৩৭ বছর বয়সী অভিষিক্ত শন ফন বার্গ ও রুয়ান ডি সোয়ার্টের ১৬২ বলে ৭০ রানের জুটিতে তাঁদের আর আজ ব্যাটিংয়ে নামতে রানে উইল ও'রুর্কের বলে এলবিডব্লু হন প্রোটিয়া অধিনায়ক।

অভিষিক্ত ও'রুর্কের এটিই প্রথম টেস্ট উইকেট। দলীয় ৬৩ রানে ফেরেন আরেক সেট ব্যাটসম্যান ফন টন্ডার। তাঁকে নিজের পুরোনো কৌশল বাউন্সারের ফাঁদে ফেলেন নিল ওয়াগনার। পেসাররা শুরুটা করলেও এরপর দাপট দেখান কিউই স্পিনার রাচিন রবীন্দ্র। আউট করেন জুবায়ের হামজা, ডেভিড বেডিংহাম, কিগান পিটারসেনকে। তাতে মূল এই দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বড় সংগ্রহ

হ্যামিল্টন টেস্টের প্রথম দিন শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ৬ উইকেটে ২২০ রান। একেবারে প্রথাগত টেস্ট ক্রিকেটই খেলেছেন প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানরা। স্কোরবোর্ডে খুব বেশি রান তুলতে না পারলেও কিউই বোলারদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছেন তাঁরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার টপ হয়নি। সোয়ার্ট ৫৫ ও ফন বার্গ ৩৪ রান নিয়ে আগামীকাল দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন।

এদিন ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ম্যাট হেনরির বলে আউট হন ক্লাইড ফরটুইন। এরপর অধিনায়ক নিল ব্র্যান্ড তিন নম্বরে নামা রেনার্ড ফন টন্ডারকে নিয়ে ৩৬ রানের জুটি গড়েন। ব্যক্তিগত ২৫ পাওয়ার সব সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৯ ওভারে ২২০/৬ (সোয়ার্ট ৫৫*, ফন বার্গ ৩৪*, বেডিংহাম ৩৯, ফন টন্ডার ৩২, ব্র্যান্ড ২৫, হামজা ২০; রবীন্দ্র ৩/৩৩, ওয়াগনার ১/৩২, হেনরি ১/৪৪, ও'রুর্ক ১/৪৭)

শামার জোসেফই জানুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময় এখন শামার জোসেফের। গত দুই মাসে কী পাননি তিনি! অ্যাডিলেডে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বলে উইকেট পেয়েছেন, সেটিও স্টিভ স্মিথের। অভিষেক ইনিংসেই পেয়েছেন ৫ উইকেট। তার আগে ব্যাট হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ১১ নম্বরে নেমে করেন ৩৬ রান।

এরপর ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে চোট নিয়ে বোলিং করে ৭ উইকেট নিয়ে ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জিতিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এমন পারফরম্যান্সে স্বীকৃতি হিসেবে জানুয়ারি মাসে আইসিসির সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন জোসেফ। আইসিসি আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে মাসের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে জোসেফের নাম ঘোষণা করেছে।

জোসেফের সঙ্গে মাস সেরার সংক্ষিপ্ত মনোনয়নে পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজলউড ও ইংল্যান্ডের ওলি পোপ। হ্যাজলউড জানুয়ারি মাসে টেস্টে নিয়েছেন ১৯ উইকেট। সেটিও মাত্র ১১.৬৩ গড়ে। সিডনি টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করতে ভূমিকা রাখা অস্ট্রেলিয়ার পেসার অ্যাডিলেডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে নেন ৯ উইকেট।

পোপ মাত্র একটি টেস্টের পারফরম্যান্স দিয়েই জায়গা পেয়েছিলেন সেরা তিনে। হায়দরাবাদে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৬ রানের অসাধারণ এক ইনিংস খেলেছিলেন এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। পোপের সেই ইনিংসে ভর করেই ২৮ রানে জয় পায় ইংল্যান্ড।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি পেয়েছেন জোসেফ। সাদা বলের ক্রিকেটে কোচ ড্যারেন স্যামি জানিয়েছেন, জুনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্যও তাঁকে ভাবা হচ্ছে। এ ছাড়া সুযোগ পেয়েছে পিএসএল, আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টেও। মাস সেরার স্বীকৃতি এসবের সঙ্গে নতুন সংযোজন।

রাসেল-রাদারফোর্ডের রেকর্ড জুটিতে চুনকাম থেকে বাঁচল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিরিজজুড়ে কী এক রান উৎসবই না দেখা গেল!

প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া পেরিয়েছিল ২০০ রানের গণ্ডি। হোবার্ট ও অ্যাডিলেডে ম্যাচ দুটি জিতে সিরিজও নিজেদের করে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পার্থে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য আজকের ম্যাচটি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধবলধোলাই এড়ানোর চ্যালেঞ্জ। ক্যারিবীয়রা সেই চ্যালেঞ্জ উতরাতে পারল আন্দ্রে রাসেল আর শেরফেন রাদারফোর্ডের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে।

অপ্টাস স্টেডিয়ামে আজ টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ৭৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর ষষ্ঠ উইকেটে মাত্র ৬৭ বলে ১৩৯ রানের জুটি গড়েন রাসেল-রাদারফোর্ড, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড। দুজন ভেঙেছেন ২০২২ সালে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে পাপুয়া নিউ গিনির টনি উরা ও নরমান ভানুয়ার ১১৫ রানের রেকর্ড।

রাসেল-রাদারফোর্ডের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২২০ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের সর্বোচ্চ।

লক্ষ্য তাড়া করে নেমে ডেভিড ওয়ার্নার এবং টিম ডেভিড ছাড়া আর কেউ এই ম্যাচের দাবি মেটাতে পারেননি। রোস্টন চেস-রোমারিও শেফার্ডদের দারুণ বোলিংয়ে স্বাগতিকেরা থামে ৫ উইকেটে ১৮৩ রানে। ৩৭ রানের বড় জয়ে ধবলধোলাই এড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এবারের অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হয়েছিল টেস্ট সিরিজ দিয়ে। তরুণ শামার জোসেফের বীরত্বে পিছিয়ে পড়েও সিরিজটি ড্র করেছিল ক্যারিবীয়রা। স্টিভেন স্মিথের নেতৃত্বে ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অবশ্য ধবলধোলাই করে অস্ট্রেলিয়া। আর মিচেল মার্শের নেতৃত্বে টি,টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ২,১ ব্যবধানে।

আগের দুই টি,টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করতে পারেননি সতীর্থ বোলাররা। বল হাতে দুই ম্যাচেই বেধড়ক মার খান আন্দ্রে রাসেল, জেসন হোল্ডাররা। ডেভিড ওয়ার্নারের অর্ধশতকে প্রথম টি,টোয়েন্টিতে ২১৩ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের শতকের দ্বিতীয় টি,টোয়েন্টিতে ২৪১ রানের পাহাড় গড়ে অস্ট্রেলিয়া। পার্থে তৃতীয় টি, টোয়েন্টিতেও টস জেতেন পাওয়েল। এবার নিজেরাই ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তবে অভিষিক্ত জাভিয়ের বার্টলেটের দারুণ বোলিংয়ে একপর্যায়ে ৭৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ধবলধোলাইয়ের শঙ্কা তখন ক্যারিবীয়দের ওপর ভালোভাবেই জেঁকে বসেছিল। কিন্তু রাসেল,রাদারফোর্ড ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড করে গল্পটা বদলে দেন।

৪টি চার ও ৭টি ছক্কায় ২৯ বলে ৭১ রান করে আউট হন রাসেল, রাদারফোর্ড ৫টি করে চার ও ছক্কায় ৪০ বলে অপরাজিত ছিলেন ৬৭ রানে। আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে এটাই তাঁদের ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস।

রাসেল,রাদারফোর্ড সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দিয়েছেন লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার ওপর দিয়ে। ৪ ওভারে ৬৫ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন জাম্পা, যা আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে কোনো অস্ট্রেলিয়ান বোলারের সবচেয়ে খরুচে বোলিং। আগের বিব্রতকর রেকর্ডটা ছিল অ্যান্ড্রু টাইয়ের (৪ ওভারে ৬৪)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ২২০/৬

(রাসেল ৭১, রাদারফোর্ড ৬৭*, চেস ৩৭, পাওয়েল ২১, মায়ার্স ১১, চার্লস ৪, শেফার্ড ২*, পুরান ১; বার্টলেট ৪,০,৩৭,২, বেহরেনডর্ফ ৪,০,৩১,১, হার্ডি ৪,০,৩৬,১, জনসন ৪,০,৪৯,১, জাম্পা ৪,০,৬৫, ১))।

অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ১৮৩/৫ (ওয়ার্নার ৮১, ডেভিড ৪১*, মার্শ ১৭, হার্ডি ১৬, ম্যাক্সওয়েল ১২, ওয়েড ৭*, ইংলিস ১; চেস ৪,০, ১৯,২, শেফার্ড ৪,০,৩১,২, আকিল ৩,০,৩৩,১, রাসেল ১,০,১১,০, জোসেফ ৪,০,৩৮,০, হোল্ডার ৪,০, ৪৯,০)।

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৭ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ আন্দ্রে রাসেল। ম্যান অব দ্য সিরিজ ডেভিড ওয়ার্নার। সিরিজ অস্ট্রেলিয়া ২,১ ব্যবধানে জয়ী।

রিয়ালে যাওয়া নিয়ে এমবাপ্পের আবার 'পিছুটান'

ডনিজস্ব প্রতিনিধি: কিলিয়ান এমবাপ্পের দলবদল যেন বহু পর্বের এক ধারাবাহিক নাটক! শুরুটা হয়েছিল ২০২২ সালে। সে সময় মাদ্রিদে বলতে গেলে একটি পা দিয়েই ফেলেছিলেন পিএসজির ফরাসি তারকা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই পা তুলে নেন এমবাপ্পে, থেকে যান পিএসজিতেই।

সবার ধারণা, ধারাবাহিক সেই নাটকের শেষ পর্ব দেখা যাবে এবার। পিএসজির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মৌসুম শেষে রিয়ালে নাম লেখানোর ব্যাপারে এমবাপ্পে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এমন খবরই শোনা গিয়েছিল কদিন আগে। কিন্তু নাটক নিয়েছে নতুন মোড়। আবার 'পিছুটান' এমবাপ্পের। দ্য অ্যাথলেটিকের খবর, চুক্তি নিয়ে রিয়াল যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেটাতে দ্বিমত পোষণ করেছেন এ বিষয় নিয়ে কাজ করা এমবাপ্পের ঘনিষ্ঠ কেউ। ফলে আবার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে পিএসজি থেকে এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়ার বিষয়ে।

এর আগে অ্যাথলেটিকই খবর দিয়েছিল, রিয়ালের চুক্তিতে কী কী শর্ত থাকবে, তা জানুয়ারির শুরু থেকেই জানতেন এমবাপ্পে। পিএসজির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩০ জুন। চুক্তি যেহেতু শেষ ছয় মাসের মধ্যে এসে পড়েছে, নিজের দলবদল নিয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন এমবাপ্পে।

২০২২ সালে এমবাপ্পেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এবারের প্রস্তাবে অর্থ আর সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ তার চেয়ে কম। কিন্তু এরপরও এমবাপ্পেই হবেন রিয়ালের সবচেয়ে বেশি বেতনের খেলোয়াড়। এমবাপ্পের এই দলবদলের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০২২ সালে এমবাপ্পেকে দেওয়া প্রস্তাবে সাইনিং বোনাস ছিল ১৩ কোটি ইউরো। আর বার্ষিক বেতন ছিল ২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো।

২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পেকে ধরে রাখতে কয়েক মাস আগে পিএসজি তাঁর বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়িয়েছে। তাঁকে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত;দুই ধরনের চুক্তিরই অপশন দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধাগুলো চাইলে এখনো নিতে পারেন এমবাপ্পে। সূত্র বলছে, প্যারিসের ক্লাবটিতে বর্তমানে এমবাপ্পের বার্ষিক বেতন ৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। এটা আবার কর-টর কাটার পর এবং বোনাস ছাড়াই।

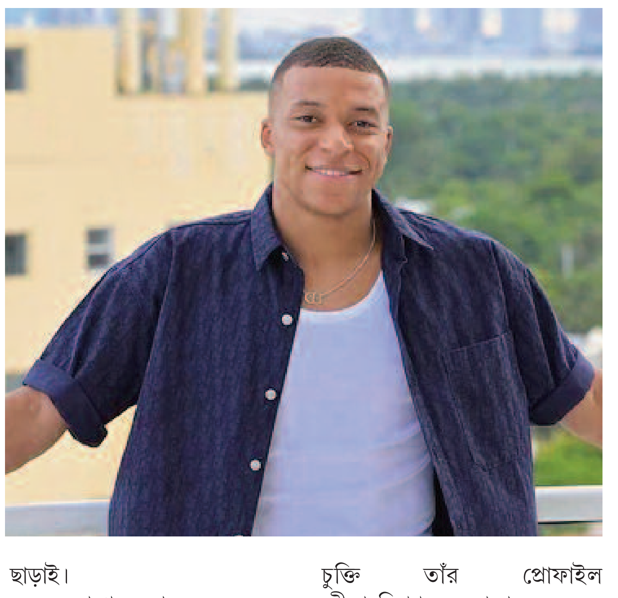

এমবাপ্পের এবারের দলবদলের আলোচনায় সরাসরি যুক্ত আছেন রিয়ালের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। তবে এমবাপ্পেকে দেওয়া পিএসজির প্রস্তাবের ধারেকাছেও নেই রিয়ালের প্রস্তাব। কিন্তু সূত্র বলেছে, এমবাপ্পেকে পেতে সম্ভাব্য সবকিছু করতে চান পেরেজ। রিয়ালের সভাপতি এমবাপ্পেকে বোঝাচ্ছেন, মাদ্রিদের ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি তাঁর প্রোফাইল ক্রীড়া-বিপণনের বাজারে অনেক ওপর দিয়ে যাবে। একটি সূত্র জানিয়েছে, পেরেজ এই দলবদল নিয়ে 'অস্বাভাবিকভাবে খুব কাছ থেকে' যুক্ত হয়েছেন। এরপরও যে চুক্তিটা সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। অতীতেও এমবাপ্পেকে দলে ভেড়াতে রিয়ালের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

জানুয়ারির শুরুতে এমবাপ্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। ২০২২ সালের মে মাসে যেভাবে সব দৌড়াদৌড়ি বিফলে গিয়েছিল, এবার যেন সেটা নয়, এ কারণে তারা সব প্রক্রিয়া জানুয়ারির মাঝামাঝি সেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এমবাপ্পের প্রতিনিধিদল রিয়ালের সেই সময়সীমা মেনে নেয়নি। তারা আরও সময় চেয়েছিল। রিয়াল কর্তৃপক্ষ এখনো এমবাপ্পের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কথা চায়।

কিন্তু এমবাপ্পের প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি দল মনে করে, এমবাপ্পে পিএসজিদে যা পাচ্ছে, রিয়ালের প্রস্তাব এর চেয়ে অনেক নিচে। এ ছাড়া পিএসজিতে এমবাপ্পে তাঁর আয় আরও বাড়িয়ে নিতে পারবেন বলেও তাদের বিশ্বাস। অন্যদিকে পিএসজি কর্তৃপক্ষ মনে করছে, এমবাপ্পের সঙ্গে তারা চুক্তি নবায়ন করতে পারবে। পিএসজির সঙ্গে এমবাপ্পের বর্তমান চুক্তিতে একটি শর্ত আছে, তিনি চাইলেই মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

কে জানে, শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালের মে মাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় কি না!

ওয়ার্নকে ছাপিয়ে গেলেন বোলার, করে ফেললেন নতুন শতাব্দীর সেরা বল!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৯৩ সালের অ্যাশেজ সিরিজে মাইক গ্যাটিংকে আউট করা শেন ওয়ার্নের বিখ্যাত বলের কথা মনে রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত লেগ স্পিনারের সেই বলকে শতাব্দীর সেরা বলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তেমনই নতুন শতাব্দীর সেরা বলও হয়তো পেয়ে গেলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

একটি ক্রিকেট ম্যাচের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তাতে দেখা যাচ্ছে, অফ স্টাম্পের প্রায় দু'হাত বাইরে বল করেন বোলার। অফস্পিনারের ফ্লাইটেড বল দেখে কিছুটা বিস্মিত হন ব্যাটার। অফ স্টাম্পের বাইরে এগিয়ে গিয়ে খেলার চেষ্টা করেন। ওয়াইড ভেবে শেষ মুহূর্তে বলটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার পরেই ঘটে বিপত্তি।

বল মাটিতে পড়ার পর অফ স্পিন করে লেগ স্টাম্পে গিয়ে লাগে। প্রায় ক্রিজরে বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যাটার দেখলেন তিনি বোল্ড! বলটি মাটিতে পড়ার পর প্রায় ৯০ ডিগ্রি ঘুরেছে। বলটি দেখে বিস্ময় তৈরি হয়েছে ক্রিকেট মহলে।

প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলটি দেখে ধারাভাষ্যের মতো করে বলেছেন, "ব্যাটার তৈরি। বোলারের বোলিং অ্যাকশান বেশ অন্য রকম। বলটা হাওয়ার বেশ ফ্লাইট করালেন তিনি। কতটা ঘুরল! অবিশ্বাস্য। এই বলটা শতাব্দীর সেরা। মুথাইয়া মুরলিথরনও এতটা বল ঘোরাতে পারত না!" উল্লেখ্য, মুরলিথরনের বোলিং অ্যাকশনের সঙ্গেও মিল রয়েছে ভাইরাল হওয়া অফ স্পিনারের অ্যাকশনের।

ওয়ার্ন পায়ের পিছনে বল ফেলে গ্যাটিংকে বোকা বানিয়ে আউট করেছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে বোলার অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে বল ফেলেও ভেঙে দিলেন লেগ স্টাম্প। এমন বল করতে পারলে হয়তো বিশ্বের যে কোনও প্রথম সারির স্পিনার গর্বিত হবেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**